مناهي الشرعية ـ بنغالي

শরীয়তে যা নিষেধ

المناهي الشرعية

أعده وترجمه للغة البنغالية

شعبة توعية الجاليات بالزلفي

الطبعة الأولى: ١/١٤٣٣ هـ.

ح شعبة توعية الجاليات بالزلفي، هـ

فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر

شعبة توعية الجاليات بالزلفي

المناهي الشرعية/ شعبة توعية الجاليات بالزلفي

٧٢ ص ؛ ١٢ × ١٧ سم

ردمك٢-٤-٩٩٥٣-٩٩٦٠-٩٧٨

(النص باللغة البنغالية)

١-الوعظ والإرشاد أ-العنوان

ديوي ٢١٣ ١٤٢٨/٧٨١٨

رقم الإيداع: ١٤٢٨/٧٨١٨

ردمك: ٢-٤-٩٩٥٣-٩٩٦٠-٩٧٨

الصف والإخراج :شعبة توعية الجاليات في الزلفي

المناهي الشرعية

শরীয়তে যা নিষেধ

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبيَّ بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أنَّ محمَّداً عبده ورسوله. وبعد:

প্রিয় ভাই ও বোনেরা! সেই দৃঢ় ঈমানের ভিত্তির উপর দ্বীন প্রতিষ্ঠিত, যার অপরিহার্য বিষয়সমূহের মধ্যে হলো, আদেশাবলী পালন করা এবং নিষেধাবলী বর্জন করা। মহান এই দুই কেন্দ্রবিন্দুর উপর দ্বীনের চাকা ঘুরতে আছে। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ﴾ (الحشر: ٧)

"রাসূলুল্লাহ তোমাদেরকে যা দেন, তা গ্রহণ করো এবং যা নিষেধ করেন, তা থেকে বিরত থাকো।" (সূরা হাশরঃ ৭) আর রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন,

((...فَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَنِبُوهُ وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ)) البخاري ٧٢٨٨

"যখন কোন কিছু করতে নিষেধ করবো, তখন তা থেকে বিরত থাকবে এবং যখন কোন কিছু করার নির্দেশ দিবো, তখন সাধ্যমত তা পালন করবে।" (বুখারী ৭২৮৮) যেমন, মু'মিন ভালোবাসা, আশা এবং নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যে তার পূত-পবিত্র প্রতিপালকের ইবাদত করে তাঁর সেই নির্দেশ সম্পাদন ক'রে, যা তিনি অপরিহার্য

করেছেন এবং যা করার প্রতি তিনি উৎসাহ দান করেছেন। তেমনি নম্রতা, ভয় এবং মান্য করার সাথে সে সমস্ত জিনিস থেকে বিরত থাকাও তার জন্য অপরিহার্য, যা আল্লাহ নিষেধ করেছেন এবং যা থেকে তিনি সতর্ক করেছেন। অর্থাৎ, দ্বীনের ব্যাপারগুলো দু'টি জিনিসের মধ্যে ঘুরতে আছে, কিছু করণীয়, কিছু বর্জনীয়। বান্দার এতে রয়েছে ইখতিয়ার। পথও তার সামনে। প্রতিদান পাবে কিয়ামতের দিন। হয় স্বপক্ষে, আর না হয় বিপক্ষে। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِراً وَإِمَّا كَفُوراً﴾ (الدهر:٣)

"আমি তাকে পথ দেখিয়েছি। এখন সে হয় কৃতজ্ঞ হোক, না হয় অকৃতজ্ঞ হোক।" (সূরা দাহারঃ ৩)

আমরা তাঁর দাস। আর দাস হয় তার মালিকের অধিকারভুক্ত। সে তাকে নির্দেশ দিবে ও নিষেধ করবে। আর দাসের সন্তুষ্ট থাকা, মেনে নেওয়া এবং নম্র ও বিনয়ী হওয়া ছাড়া অন্য কোন অধিকার নেই। তবে আমাদের মর্যাদা-সম্মানের জন্য এটাই যথেষ্ট যে, আমরা কেবল আল্লাহর দাস।

সুপ্রিয় পাঠক! আমি আমার নিজের জন্য এবং আপনাদের জন্য আক্বীদা ও তাওহীদ সম্পর্কীয় এমন কিছু নিষিদ্ধ মসলা-মাসায়েল একত্রিত করেছি, যা মহাগ্রন্থ আল কুরআনে এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ এর সহীহ হাদীসে উল্লিখিত হয়েছে। যাতে আমরা ঈমানকে দোষযুক্ত ও তা নষ্ট করে এমন জিনিস থেকে বাঁচতে পারি এবং তাতে পতিত হওয়ার ব্যাপারে সতর্ক ও সজাগ থাকতে পারি। অতঃপর অপর

মুসলিমদেরকেও যেন তা থেকে সতর্ক করতে পারি। আর এতে পতিত ব্যক্তিকে দাওয়াতী ওয়াজিব পালন ক'রে তা ত্যাগ করার জন্য নসীহত করতে পারি এবং যাকে আল্লাহ তা থেকে রক্ষা করেছেন, তাকে তার অনিষ্ট থেকে আরো দূরে থাকার কথা বলতে পারি।

আল্লাহর কাছে তাঁর নাম ও গুণাবলীর অসীলায় এবং তাঁর দয়া ও অনুগ্রহের আশায় প্রার্থনা করছি, তিনি যেন এ কাজে বরকত দান করেন। এটাকে যেন প্রত্যেক দোষ-ত্রুটি ও পদস্খলন মুক্ত করেন। কেবল তাঁর সন্তুষ্টির জন্য যেন মনোনীত করে নেন এবং মুসলিমদের মধ্যে যে এর একত্রিত করার কাজে অংশ নিয়েছেন, যে এটা দেখে সংশোধন করে দিয়েছেন এবং যে এর মুদ্রণ করেছেন, তাঁদের সকলকে যেন আল্লাহ উত্তম প্রতিদান দেন। সমস্ত প্রশংসা নিখিল বিশ্বের প্রতিপালক আল্লাহরই জন্য। আল্লাহর নাম নিয়ে, তাঁর উপর ভরসা ক'রে এবং তাঁর নিকট সাহায্য কামনা ক'রে আরম্ভ করছি।

* সেই উদ্দেশ্যের ব্যাপারে উদাসীন হয়ো না, যার জন্য তোমাকে সৃষ্টি করা হয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾ (الذاريات:٥٦)

"আমি মানুষ ও জ্বিন জাতিকে শুধমাত্র আমার ইবাদত করার জন্য সৃষ্টি করেছি। " (সূরা জারিয়াতঃ ৫৬) অর্থাৎ, তাঁকে এক ও একক ভাববে। তিনি (কোন কিছুর) নির্দেশ দিলে এবং নিষেধ করলে, তাতে তাঁর আনুগত্য করবে।

* ইবাদতের কোন কিছুই মহান আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কারো জন্য সম্পাদন করো না এবং তাঁর ইবাদতে তাঁর সাথে অন্যকে শরীক করো না।

প্রকৃত ইবাদত হলো, মহান আল্লাহ্র জন্য নতিস্বীকার করা এবং তাঁর জন্য অবনত হওয়া। আর মহান আল্লাহ্ ব্যতীত অন্যের ইবাদত অন্তর দ্বারা, জবান দ্বারা এবং শারীরিকভাবেও করা হয়। আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন,

﴿وَاعْبُدُوا اللهَ وَلا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً﴾ (النساء: ٣٦)

"আল্লাহ্র ইবাদত করো এবং তাঁর সাথে কোন কিছুকে শরীক করো না।" (সূরা নিসাঃ ৩৬)

* কোন সৃষ্টির প্রতি এমন সম্মান ও শ্রদ্ধাপূর্ণ ভালোবাসা পোষণ করবেন না, যেমন আল্লাহ্র প্রতি করেন অথবা অন্যকে তাঁর থেকে বেশী ভালোবেসো না। ভালোবাসা কেবল হবে আল্লাহ্র জন্য এবং তিনি যে জিনিস ভালোবাসেন তার প্রতি। দুনিয়াতে যত ভালোবাসা আছে তা যদি আল্লাহ্র জন্য এবং তাঁরই নিমিত্তে হয়, তবে তা সবই আল্লাহরই ভালোবাসার আওতাভুক্ত হবে। আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন,

﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللهِ أَنْدَاداً يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبّاً لله﴾ (البقرة: ١٦٥)

"আর অনেক মানুষ এমনও আছে যারা অন্যান্যদেরকে আল্লাহ্র সমকক্ষ সাব্যস্ত করে এবং তাদের প্রতি তেমনি ভালোবাসা পোষণ করে, যেমন আল্লাহ্র প্রতি ভালোবাসা হয়ে থাকে। কিন্তু যারা

ঈমানদার, তাঁদের ভালোবাসা (আল্লাহর প্রতি) ওদের তুলনায় অনেক বেশী।" (সূরা বাক্বারাঃ ১৬৫)

* ইবাদত ও নৈকট্য লাভের ভয় আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কাউকেও করো না অথবা এমন ব্যাপারেও কাউকে ভয় করো না, যা কেবল আল্লাহর ক্ষমতাধীন। যেমন, মৃত্যু দান এবং পাপের জন্য পাকড়াও ও তার উপর শাস্তি দেওয়া। মহান আল্লাহ্ বলেন,

﴿فَلا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي وَلأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ﴾

(البقرة:١٥٠)

"কাজেই তাদেরকে ভয় করো না। আমাকেই ভয় করো। যাতে আমি তোমাদের জন্য আমার অনুগ্রহসমূহ পূর্ণ করে দেই এবং তোমরা যেন সরলপথ প্রাপ্ত হও।" (সূরা বাক্বারাঃ ১৫০)

* বরকতময় মহান আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কারো কাছে প্রার্থনা করো না। যেমন, মৃতদের অথবা ফেরেশতাদের কিংবা নবীদের বা জ্বিন ও অনুপস্থিত ব্যক্তিদের কাছে প্রার্থনা করা। আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন,

﴿وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللهِ مَنْ لا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ﴾ ﴿وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ﴾ (الاحقاف:٥-٦)

"যে ব্যক্তি আল্লাহর পরিবর্তে এমন বস্তুকে ডাকে, যে কিয়ামত পর্যন্ত তার ডাকে সাড়া দেবে না, তার চেয়ে অধিক ভ্রষ্ট আর কে হতে পারে? তারা তো তাদের ডাকার খবরও রাখে না। যখন

মানুষকে হাশরে একত্রিত করা হবে, তখন তারা তাদের শত্রু হবে এবং তাদের ইবাদতকে অস্বীকার করবে।" (সূরা আহক্বাফঃ ৫-৬)

* তোমার কঠিন ও কষ্টের সময় অথবা কল্যাণ ও সুখের সময় মহান আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো কাছে এমন কোন ব্যাপারে ফরিয়াদ করো না, যার (কবুল করার) ক্ষমতা আল্লাহ ছাড়া কেউ রাখে না। যেমন, রুজি, সন্তান, রোগের জন্য আরোগ্য, পাপের জন্য ক্ষমা, বৃষ্টি, হেদায়াত এবং দুশ্চিন্তা দূরীভূত হওয়া ও শত্রুর উপর সাহায্য কামনা করা। তবে কোন জীবিত উপস্থিত ব্যক্তির কাছে যদি এমন ব্যাপারে ফরিয়াদ করা হয়, যার সে ক্ষমতা রাখে, তাহলে তাতে কোন দোষ নেই। হ্যাঁ, ফরিয়াদকারী যেন তার আন্তরিক আস্থা কোন সৃষ্টির উপর না রাখে, বরং আস্থা রাখবে একমাত্র মহান আল্লাহর উপর। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

﴿وَلا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللهِ مَا لا يَنْفَعُكَ وَلا يَضُرُّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذاً مِنَ الظَّالِمِينَ﴾ (يونس:١٠٦)

"আল্লাহ ব্যতীত এমন কাউকে ডাকবে না, যে তোমার ভালোও করবে না মন্দও করবে না। বস্তুতঃ তুমি যদি এমন কাজ করো, তাহলে তুমি যালেমদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে।" (সূরা ইউনুসঃ ১০৬)

* তোমার জমিনের কোন স্থানে অবতরণকালে প্রত্যাশিত ভয়ের জন্য মহান আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করো না। আল্লাহকেই শক্ত করে ধরো, তাঁরই শরণাপন্ন হও এবং তাঁর

পরিপূর্ণ বাক্যের অসীলায় তাঁর সৃষ্টির অনিষ্ট হতে তাঁরই কাছে আশ্রয় কামনা করো। তবে শত্রুর অথবা হিংস্র জীবজন্তু ইত্যাদির যে স্বভাবগত ভয় সৃষ্টি হয়, তাতে দোষ নেই। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِنَ الْإِنْسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقاً﴾ (الجن:٦)

"অনেক মানুষ অনেক জ্বিনদের আশ্রয় নিতো, ফলে জ্বিনদের আত্মম্ভরিতা বাড়িয়ে দিতো।" (সূরা জ্বিনঃ ৬)

* মক্কায় আল্লাহর ঘর হারাম শরীফে অবস্থিত কা'বা শরীফ ব্যতীত ইবাদতের নিয়তে তাওয়াফ অন্য কিছুর করো না। তাই নেকীর আশায় এবং শাস্তি থেকে বাঁচার নিয়তে কোন কবর, পাথর অথবা অন্য কিছুর তাওয়াফ করো না। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

﴿وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْناً وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنْ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ﴾ (البقرة:١٢٥)

"আমি কা'বা ঘরকে মানুষের জন্যে সম্মিলন স্থল এবং শান্তি ও নিরাপত্তার আবাস বানিয়ে দিয়েছি। তোমরা মাকামে ইবরাহীমকে মুসাল্লা বানাও। আর আমি ইবরাহীম ও ইসমাইলকে আদেশ করলাম যে, তোমরা আমার ঘরকে তাওয়াফকারী, অবস্থানকারী এবং রুকু সিজদাকারীদের জন্যে পবিত্র রেখো।" (সূরা বাক্বারাঃ ১২৫)

*কোন পাথর, গাছ অথবা কবর ইত্যাদিকে বরকতের মাধ্যম মনে করো না। বরকতের কেবল সেটাই হবে যেটাকে শরীয়ত নির্দিষ্ট করেছে।

((عَنْ أَبِي وَاقِدٍ اللَّيْثِيِّ أَنَّهُمْ خَرَجُوا عَنْ مَكَّةَ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ إِلَى حُنَيْنٍ-وكانوا حدثاء عهد بكفر- قَالَ: وَكَانَ لِلْكُفَّارِ سِدْرَةٌ يَعْكُفُونَ عِنْدَهَا وَيُعَلِّقُونَ بِهَا أَسْلِحَتَهُمْ-أَيْ يُعَلِّقُوْنَ عَلَيْهَا طلباً لِلْبَرَكَةِ- يُقَالُ لَهَا ذَاتُ أَنْوَاطٍ، قَالَ: فَمَرَرْنَا بِسِدْرَةٍ ، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ! اجْعَلْ لَنَا ذَاتَ أَنْوَاطٍ كَمَا لَهُمْ ذَاتُ أَنْوَاتٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((قُلْتُمْ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ كَمَا قَالَ قَوْمُ مُوسَى ﴿ اجْعَلْ لَنَا إِلَهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ ﴾ إِنَّهَا لَسُنَنٌ لَتَرْكَبُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ (صحيح سنن الترمذي ٢/ ٢٣٥ رقم ١٧٧١، وأخرجه أحمد في المسند٢/ ٢٨٥ رقم ٢١٣٩)

"আবূ ওয়াক্বিদ আল্লায়সী ﷺ থেকে বর্ণিত যে, সাহাবা কেরাম (রাযীআল্লাহু আনহুম) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে মক্কা থেকে বের হয়ে হুনাইনের দিকে যাত্রা করেন-তাঁরা সবাই নবাগত মুসলিম ছিলেন-। বর্ণনাকারী বলেন, কাফেরদের একটি কুলের গাছ ছিল। সেখানে তারা অবস্থান করতো এবং তার উপর নিজেদের অস্ত্রগুলো ঝুলিয়ে রাখতো। (অর্থাৎ, বরকত গ্রহণের উদ্দেশ্যে তার উপর ঝুলাতো) তাকে (গাছটিকে) 'যাতু আনওয়াত' বলা হতো। আমরাও একটি কুল গাছের পাশ দিয়ে অতিক্রম করার সময় রাসূলুল্লাহ ﷺকে

বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের জন্য একটি 'যাতু আনওয়াত' নির্দিষ্ট করে দেন, যেমন তাদের 'যাতু আনওয়াত' রয়েছে। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ (বিস্মিত হয়ে) বললেন, আল্লাহু আকবার! এটা তো (পূর্বের) চালচলন। সেই আল্লাহর শপথ! যাঁর হাতে আমার প্রাণ, তোমরা সেই রকমই কথা বলেছো, যে রকম কথা বলেছিল মুসা (আলাইহিস্সালাম)-এর সম্প্রদায়রা মুসা (আলাইহিস্সালাম)কে, "আমাদের উপাসনার জন্যও তাদের মূর্তির মতই একটি মূর্তি নির্মাণ করে দিন। তিনি বললেন, তোমাদের মধ্যে বড়ই অজ্ঞতা রয়েছে।" তোমরা অবশ্যই তোমাদের পূর্বের লোকদের রীতি-নীতির অনুসরণ করবে।" (সহীহ সুনানে তিরমিযী ২/২৩৫ নং ১৭৭১, মুসনাদ আহমদ ২/২৮৫ নং ২১৩৯)

* অন্য কারো মাধ্যমে কখনোও আল্লাহর নিকট সুপারিশ কামনা করো না, বরং সুপারিশ কেবল পূত-পবিত্র এক আল্লাহর কাছেই কামনা করবে। কেননা, সমস্ত সুপারিশী তাঁরই ক্ষমতাধীন। না কোন নিকটতম ফেরেশতার কাছে চাইবে, না কোন প্রেরিত রাসূলের কাছে, আর না ধ্বংসশীল কোন অলির কাছে। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ مَا لا يَضُرُّهُمْ وَلا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللهِ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللهَ بِمَا لا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلا فِي الأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ (يونس:١٨)

"আর আল্লাহকে বাদ দিয়ে তারা এমন বস্তুর উপাসনা করে, যা না তাদের কোন ক্ষতিসাধন করতে পারে, না লাভ এবং বলে, এরা তো আল্লাহর কাছে আমাদের সুপারিশকারী। তুমি বলো, তোমরা কি

আল্লাহকে এমন বিষয়ে অবহিত করছো, যে সম্পর্কে তিনি অবহিত নন আসমান ও জিমিনের মাঝে? তিনি পূত-পবিত্র ও মহান সে সমস্ত থেকে, যাকে তোমরা শরীক করছো।" (সূরা ইউনুসঃ ১৮)

* আল্লাহ্ তা'য়ালা ব্যতীত অন্য কারো উপর ভরসা ও আশ্বাস রেখো না এবং তিনি ছাড়া তোমার বিষয় অন্য কারো উপর সোপর্দ করো না। আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন,

﴿أَلَيْسَ اللهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ﴾ (الزمر: ٣٦)

"আল্লাহ্ কি তাঁর বান্দার জন্য যথেষ্ট নন।" (সূরা যুমারঃ ৩৬) তিনি আরো বলেন,

﴿وَعَلَى اللهِ فَتَوَكَّلُوا إِنْ كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ (المائدة: ٢٣)

"আল্লাহ্রই উপর ভরসা করো, যদি তোমরা মু'মিন হও।" (সূরা মায়েদাঃ ২৩)

*এই আক্বীদা/বিশ্বাস রেখো না যে, নবীরা অথবা অলিরা সার্বভৌমত্বে কর্তৃত্ব করার ক্ষমতা রাখেন। কিংবা তাঁরা অবাঞ্ছনীয় বস্তু দূর করতে পারেন এবং বাঞ্ছনীয় জিনিস বয়ে আনতে পারেন। অগ্র ও পশ্চাতে সৃষ্টি করা ও আদেশ দান করা মহান আল্লাহ্রই কাজ। তাঁর এই সার্বভৌমত্বে কেবল তা-ই সংঘটিত হয়, যা তিনি চান, নির্ধারিত করেন এবং যা তিনি ইচ্ছা করেন ও সহজ করে দেন। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿قُلْ مَنْ يُنَجِّيكُمْ مِنْ ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ تَدْعُونَهُ تَضَرُّعاً وَخُفْيَةً لَئِنْ أَنْجَانَا مِنْ

هَذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ﴾ ﴿قُلِ اللهُ يُنَجِّيكُمْ مِنْهَا وَمِنْ كُلِّ كَرْبٍ ثُمَّ أَنْتُمْ تُشْرِكُونَ﴾ (الأنعام:٦٣-٦٤)

"আপনি বলুন, কে তোমাদেরকে স্থল-জলের অন্ধকার থেকে উদ্ধার করেন, যখন তোমরা তাঁকে বিনীতভাবে ও গোপনে *আহবান* করো যে, যদি তুমি আমাদেরকে এ থেকে উদ্ধার করে নাও, তবে আমরা অবশ্য কৃতজ্ঞদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবো। আপনি বলে দিন, আল্লাহ তোমাদেরকে তা থেকে মুক্তি দেন এবং সব দুঃখ-বিপদ থেকেও। তথাপি তোমরা শির্ক করো।" (সূরা আন্‌আমঃ ৬৩-৬৪)

* এই ধারণা পোষণ করো না যে, মহান আল্লাহ ব্যতীত অন্য কেউ গায়েব (অদৃশ্য জগতের খবর) জানে। মহান ও পবিত্রময় আল্লাহই এককভাবে অদৃশ্য বিষয়ে এবং প্রত্যক্ষ বিষয়ে জ্ঞাত। আসমান ও জমিনের কোন জিনিসই তাঁর কাছে গুপ্ত নয়। মহান বলেন,

﴿قُلْ لا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ﴾ (النمل:٦٥)

"বলুন, আল্লাহ ব্যতীত আসমান ও জমিনে কেউ গায়েবের খবর জানে না এবং তারা জানে না যে, তারা কখন পুনরুজ্জীবিত হবে।" (সূরা নাম্‌লঃ ৬৫)

* তুমি তোমার নিজের উপর অথবা সন্তানের উপর কিংবা বাহনের উপর বা অন্য কোন কিছুর উপর উপকারিতা অর্জন ও অপকারিতা দূর করার জন্য গোলাকার কোন (ধাতুর) জিনিস অথবা সুতা বা রশি ঝুলাবে না।

((عَنْ أَبِيْ بَشِيرِ الْأَنْصَارِيِّ ﷺ أَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ، فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺرَسُولًا أَنْ لَا يَبْقَيَنَّ فِي رَقَبَةِ بَعِيرٍ قِلَادَةٌ مِنْ وَتَرٍ أَوْ قِلَادَةٌ إِلَّا قُطِعَتْ)) البخاري ٣٠٠٥-مسلم ٢١١٥

"আবূ বাশীর আনসারী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কোন এক জেহাদের সফরে তাঁর সঙ্গী ছিলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ সংবাদবাহক পাঠিয়ে নির্দেশ দিলেন যে, কোন উটের গলায় যেন কোন প্রকার রশি বাঁধা না থাকে, বরং থাকলে তা যেন কেটে ফেলা হয়।" (বুখারী ৩০০৫-মুসলিম ২১১৫)

* বিপদাপদ রোধ করার জন্য অথবা দূর করার জন্য কোন তাবিয অথবা মালা কিংবা কড়ি ব্যবহার করো না।

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُكَيْمٍ ﷺ قَال رسول الله ﷺ : ((مَنْ تَعَلَّقَ شَيْئًا وُكِلَ إِلَيْهِ)) صحيح سنن الترمذي ٢/ ٢٠٨ رقم: ١٦٩١، احمد في المسند ٥/ ٤٠٣، رقم: ١٨٣٩

আব্দুল্লাহ ইবনে উকাইয়েম ﷺ থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "যে ব্যক্তি কোন কিছু ঝুলাবে, তাকে তারই উপর নির্ভরশীল বানিয়ে দেওয়া হবে"। (সহীহ সুনানে তিরমিযী ২/২০৮ নং ১৬৯১, মুসনাদ আহমদ ৫/৪০৩ নং ১৮৩৯) অন্য এক বর্ণনায় এসেছে,

((إِنَّ الرُّقَى، وَالتَّمَائِمَ، وَالتِّوَلَةَ شِرْكٌ)) صحيح سنن أبي داود ٢/ ٧٣٥ رقم: ٣٢٨٨ وصحيح ابن ماجة ٢/ ٢٦٩ رقم: ٣٥٣٠

"অবশ্যই (শির্কীয়) ঝাড়-ফুঁক, তাবিজ ব্যবহার করা এবং জাদু-বিদ্যা শির্ক।" (সহীহ সুনানে আবূ দাউদ ২/৭৩৫ নং ৩২৮৮, সহীহ সুনানে ইবনে মাজাহ ২/২৬৯ নং ৩৫৩০)

* শির্কের প্রবেশ পথ বন্ধ করতে এবং শির্কীয় যাবতীয় উপাদান রোধ করতে এমন মসজিদে নামায পড়ো না, যেখানে কবর আছে। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُو مَعَ اللهِ أَحَداً﴾ (الجن:١٨)

"সমস্ত মসজিদ হলো আল্লাহর। অতএব, তোমরা আল্লাহর সাথে অন্য কাউকে ডেকো না।" (সূরা জ্বিনঃ ১৮)

* কবরের উপর অথবা কবরের কাছে বরকতের উদ্দেশ্যে নামায পড়ো না। অনুরূপ এই ধারণাও পোষণ করো না যে, কবরের নিকটে নামায পড়া উত্তম অথবা তার আশেপাশে নামায পড়লে তা পরিপূর্ণ গণ্য হয়। আর এ সব শির্কে পতিত হওয়া ও তার যাবতীয় উপায়-উপকরণ থেকে সতর্কতার জন্য নবী করীম ﷺ-এর বাণী,

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ((لَعْنَةُ اللهِ عَلَى الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ)) رواه البخاري ومسلم ٤٣٦-٢٣١

আয়েশা (রাযীআল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "ইয়াহুদী ও খ্রীষ্টানদের প্রতি আল্লাহর অভিশাপ। তারা নবীদের কবরগুলোকে মসজিদে পরিণত

করেছিল।" (বুখারী ৪৩৬-মুসলিম ২৩১) অপর এক বর্ণনায় এসেছে,

((أَلَا وَإِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَانُوا يَتَّخِذُونَ قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ وَصَالِحِيهِمْ مَسَاجِدَ أَلَا فَلَا تَتَّخِذُوا الْقُبُورَ مَسَاجِدَ إِنِّي أَنْهَاكُمْ عَنْ ذَلِكَ)) رواه مسلم ٥٣٢

"সাবধান! তোমাদের পূর্বেকার লোকেরা নবীদের কবরগুলোকে মসজিদে পরিণত করতো। খবরদার! তোমরা কিন্তু কবরগুলোকে মসজিদে পরিণত করো না। কারণ, আমি এ কাজ করতে তোমাদেরকে নিষেধ করছি।" (মুসলিম ৫৩২)

* নামায ত্যাগ করো না। কারণ, নামাযই হলো বান্দা ও তাঁর প্রতিপালকের মধ্যে যোগসূত্র এবং তা হলো দ্বীনের খুঁটি। আর তার ইসলামে কোনই অংশ থাকে না, যে নামায ত্যাগ করে।

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عنهما قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: ((إِنَّ بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الشِّرْكِ وَالْكُفْرِ تَرْكَ الصَّلَاةِ)) رواه مسلم ٨٢

জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ (রাযিআল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী করীম ﷺকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, "মানুষের মধ্যে এবং শির্ক ও কুফ্‌রির মধ্যে পার্থক্যকারী জিনিস হলো নামায ত্যাগ করা।" (মুসলিম ৮২)

* তিনটি মসজিদ ব্যতীত ইবাদতের উদ্দেশ্যে অন্য কোথাও সফর করো না। আর সেই তিনটি মসজিদ হলো, মক্কায় মসজিদে হারাম, মদীনায় মসজিদে নববী এবং মসজিদে আক্বসা। এই তিনটি

মসজিদ ছাড়া অন্য কোনও মসজিদের উদ্দেশ্যে সফর করা জায়েয নয়।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ((لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ، الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَمَسْجِدِ الرَّسُولِ ﷺ، وَمَسْجِدِ الْأَقْصَى)) رواه البخاري ومسلم ٨٢٧-١١٨٩

আবূ হুরাইরা নবী করীম ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন, "তিনটি মসজিদ ব্যতীত অন্য কোন মসজিদের উদ্দেশ্যে সফর করা যাবে না। মসজিদে হারাম, মসজিদে নববী এবং মসজিদে আক্বসা।" (বুখারী ১১৮৯-মুসলিম ৮২৭)

* আল্লাহকে বাদ দিয়ে কবরে সমাধিস্থ ব্যক্তিবর্গের কাছে প্রার্থনা করার জন্য তাদের কবরের যিয়ারত করো না অথবা তাদেরকে আল্লাহ তা'য়ালার কাছে সুপারিশকারী মনে করো না। যিয়ারত কেবল হবে তাদের অবস্থা ও পরিণাম থেকে উপদেশ গ্রহণ করার উদ্দেশ্যে। তাদেরকে সালাম দেওয়া এবং তাদের জন্য দুআ করাতে কোন দোষ নেই। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ ذَلِكُمُ اللهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ ﴾ ﴿ إِنْ تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ ﴾ (فاطر:١٣-١٤)

"তিনিই আল্লাহ তোমাদের পালনকর্তা, সাম্রাজ্য তাঁরই। তাঁর

পরিবর্তে তোমরা যাদেরকে ডাকো, তারা সামান্য খেজুরের আঁটির আবরণেরও অধিকারী নয়। তোমরা তাদের ডাকলে, তারা সে ডাক শুনে না। শুনলেও তোমাদের ডাকে সাড়া দেয় না। কিয়ামতের দিন তারা তোমাদের শির্কের কথা অস্বীকার করবে। বস্তুতঃ আল্লাহর ন্যায় তোমাকে কেউ অবহিত করতে পারবে না।" (সূরা ফাতিরঃ ১৩- ১৪)

* কবরের উপর গম্বুজ নির্মাণ করো না এবং কবরকে জমিন থেকে খুব বেশী উঁচু করো না। তাকে পাকা করো না, লেখার অথবা আঁকার মাধ্যমে তার উপর কোন নকশা করো না এবং সেখানে বাতি জ্বালায়ো না। কারণ, এতে প্রথমতঃ মালের অপচয় হয় দ্বিতীয়তঃ এর থেকেও গুরুত্বপূর্ণ হলো, এটা শির্কের মাধ্যম। এতে কবরসমূহের সম্মানে ঐ রকমই বাড়াবাড়ি করা হয়, যেমন মূর্তিদের ব্যাপারে করা হয়।

((عَنْ أَبِي الهَيَّاجِ الأَسَدِيِّ قَالَ: قَالَ لِي عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ﷺ: أَلَا أَبْعَثُكَ عَلَى مَا بَعَثَنِي عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ لَا تَدَعْ تِمْثَالًا إِلَّا طَمَسْتَهُ وَلَا قَبْرًا مُشْرِفًا إِلَّا سَوَّيْتَهُ))

رواه مسلم ٩٦٩

আবূল হায়্যাজ আল-আসাদী থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আলী ইবনে আবূ ত্বালিব ﷺ আমাকে বললেন, এমন কাজে কি আমি তোমাকে পাঠাবো না যে কাজে রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে পাঠিয়ে ছিলেন? (আর তা হলো,) "কোন মূর্তি পেলে, তা ভেঙ্গে ফেলবে এবং কোন উঁচু করব দেখলে, তা সমান করে দিবে।" (মুসলিম ৯৬৯)

* কোন প্রাণীর ছবি তুলবে না। যেমন, মানুষ, পশু-পাখী ও মাছ ইত্যাদি। তবে অতীব প্রয়োজন হলে (তার কথা ভিন্ন) যেমন, নিজের পরিচয়পত্র ও পাসপোর্টের জন্য ছবি তোলা।

عَنْ ابنِ عَبَّاسٍ ﷺ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: ((كُلُّ مُصَوِّرٍ فِي النَّارِ يُجْعَلُ لَهُ بِكُلِّ صُورَةٍ صَوَّرَهَا نَفْسًا فَتُعَذِّبُهُ فِي جَهَنَّمَ)) رواه مسلم ٢١١٠

ইবনে আব্বাস ﷺ থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "প্রত্যেক চিত্রকার জাহান্নামে যাবে। সে যত মূর্তি ও ছবি তুলেছে, প্রত্যেক মূর্তি ও ছবির পরিবর্তে একটি প্রাণীর রূপ দেওয়া হবে এবং সে (এই প্রাণী) তাকে জাহান্নামে আজাব দিতে থাকবে।" (মুসলিম ২১১০)

* আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যে অথবা তার ভয়ে কিংবা তার থেকে কোন কিছু পাওয়ার আশায় তার নামে জবাই করো না। যেমন, জ্বিনদের অনিষ্ট থেকে বাঁচার জন্য তাদের নামে (বা উদ্দেশ্যে) জবাই করা অথবা মৃতদের কাছে উপকৃত হওয়ার লক্ষ্যে জবাই করা।

﴿قُلْ إِنَّ صَلاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، لا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ﴾ (الأنعام: ١٦٢-١٦٣)

"তুমি বলে দাও, আমার নামায, আমার কুরবানী এবং আমার জীবন ও মরণ বিশ্ব-প্রতিপালক আল্লাহরই জন্যে। তাঁর কোন অংশীদার নেই। আমি তাই আদিষ্ট হয়েছি এবং আমিই প্রথম আনুগত্যশীল।" (সূরা আনআমঃ ১৬২-১৬৩)

* এমন স্থানে আল্লাহর জন্য জবাই করো না, যেখানে গায়রুল্লাহর নামে জবাই হয়।

عَنْ ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ ﷺ قَالَ: نَذَرَ رَجُلٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنْ يَنْحَرَ إِبِلًا بِبُوَانَةَ، فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: إِنِّي نَذَرْتُ أَنْ أَنْحَرَ إِبِلًا بِبُوَانَةَ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((هَلْ كَانَ فِيهَا وَثَنٌ مِنْ أَوْثَانِ الجَاهِلِيَّةِ يُعْبَدُ؟)) قَالُوا لَا، قَالَ: ((هَلْ كَانَ فِيهَا عِيدٌ مِنْ أَعْيَادِهِمْ؟)) قَالُوا: لَا، قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((أَوْفِ بِنَذْرِكَ فَإِنَّهُ لَا وَفَاءَ لِنَذْرٍ فِي مَعْصِيَةِ اللهِ وَلَا فِيمَا لَا يَمْلِكُ ابْنُ آدَمَ)) صحيح سنن أبي داود ٢/ ٦٣٧ رقم: ٢٨٣٤

সাবেত ইবনে যাহহাক ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যুগে এক ব্যক্তি 'বুওয়ানা' নামক স্থানে উট জবাই করার মানত করে। তাই সে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে উপস্থিত হয়ে বললো যে, আমি 'বুওয়ানা' নামক স্থানে উট জবাই করার মানত করেছি? তিনি ﷺ বললেন, "সেখানে কি জাহেলিয়্যাতের মূর্তিসমূহের মধ্যে কোন মূর্তির পূজা করা হতো?" সাহাবাগণ উত্তরে বললেন, না। তিনি ﷺ বললেন, "সেখানে কি জাহেলিয়্যাতের উৎসবসমূহের মধ্যে কোন উৎসব পালিত হতো?" সাহাবাগণ উত্তরে বললেন, না। তখন তিনি ﷺ বললেন, "তুমি তোমার মানত পূরণ করো। মনে রেখো, আল্লাহর অবাধ্যতায় কোন মানত পূরণ করা যায় না এবং এমন জিনিসের মানতও পূরণ করা যাবে না, যার মালিক নয় আদম সন্তান।" (সহীহ সুনানে আবূ দাউদ ২/৬৩৭ নং ২৮৩৪)

* কোন আমল অথবা মাল কিংবা নৈকট্য লাভের কোন জিনিসের দ্বারা আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো আনুগত্যের মানত করো না। তার দ্বারা কবরসমূহ এবং মাজার ইত্যাদির নৈকট্য লাভের নিয়ত করো না।

((عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا عَنْ النَّبِيِّ ﷺقَالَ: مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللهَّ فَلْيُطِعْهُ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَهُ، فَلَا يَعْصِهِ)) رواه البخاري ٦٦٩٦

আয়েশা (রাযীআল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত। নবী করীম ﷺ বলেছেন, "যে ব্যক্তি আল্লাহর আনুগত্য করার মানত করে, সে যেন তা পূরণ করে। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর অবাধ্যতা করার মানত করে, সে যেন তা পূরণ না করে।" (মুসলিম ৬৬৯৬)

* আল্লাহকে তাঁর কোন সৃষ্টির সমতুল্য মনে করো না। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَاداً وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ (البقرة: ٢٢)

"অতএব, জেনে-শুনে আল্লাহর সাথে তোমরা অন্য কাউকেও শরীক করো না।" (সূরা বাক্বারাঃ ২২)

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﷺ، أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ ﷺ مَا شَاءَ اللهُ وَشِئْتَ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: ((جَعَلْتَنِي وَاللهِ عَدْلًا، بَلْ مَا شَاءَ اللهُ وَحْدَهُ)) رواه أحمد في المسند ١/ ٥٧٢ رقم: ٣٢٢٧ والبخاري في الأدب المفرد رقم: ٧٨٢ وقال الألباني في صحيح الأدب المفرد صحيح رقم: ٦٠١

ইবনে আব্বাস ﷺ থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺকে বললো, আল্লাহ্ এবং আপনি যা ইচ্ছা করেছেন। তখন তিনি (রাসূলুল্লাহ ﷺ) বললেন, "আল্লাহর শপথ তুমি আমাকে আল্লাহর সমকক্ষ বানিয়ে দিলে। বরং কেবল আল্লাহ্ যা ইচ্ছা করেছেন তাই হয়েছে।" (মুসনাদ আহমদ ১/৫৭২ নং ৩২৩৪, বুখারী তাঁর আদাবুল মুফরাদ নামাক কিতাবে হাদীসটি উল্লেখ করেছেন নং ৭৮২, আল্লামা আলবানী (রহঃ) সহীহ আদাবুল মুফরাদে হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। নং ৬০১) অনুরূপ মানুষের এই ধরনের বলা যে, আমার আল্লাহ ও তুমি ছাড়া কেউ নেই, আমার জন্য আল্লাহ্ আছেন আসমানে, আর তুমি আছ যমীনে এবং আমি আল্লাহ ও তোমার উপর ভরসা করেছি ইত্যাদিও উক্ত শির্কীয় কথার পর্যায়ভুক্ত।

* মহান আল্লাহর সত্তা সম্পর্কে কল্পনা করো না। কারণ, আল্লাহ তা'য়ালার ব্যাপারটা হলো এই যে,

﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ﴾

"কোন জিনিসই তাঁর মত নয়।" জ্ঞান তাঁকে কল্পনা করতে পারে না এবংদৃষ্টিশক্তি তাঁকে পেতে পারে না (তাঁকে বেষ্টন ক'রে দেখতে পারে না)। নাফসের মধ্যে এ রকম কু-মন্ত্রনা সৃষ্টি হলে আল্লাহর নিকট তা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করো এবং তা (এই ধরনের খেয়াল) থেকে ফিরে এসে বলো, "আমি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের উপর ঈমান আনলাম।"

عَنْ عَبْدِ اللهِ بن مَسْعُودٍ ﷺ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ قَال: ((تَفَكَّرُوْا فِي آلآءِ اللهِ وَلاَ تَتَفَكَّرُوْا فِي اللهِ)) أخرجه الطبراني في الأوسط والبيهقي في شعب الإيمان، انظر:

السلسلة الصحيحة للألباني رقم: ١٧٨٨

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ ﷺ রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন, "আল্লাহর নিয়ামতসমূহের ব্যাপারে চিন্তা-গবেষণা করো, কিন্তু তাঁর সত্তার ব্যাপারে চিন্তা ও গবেষণা করতে যেও না।" (ইমাম ত্বাবারানী তাঁর 'আওসাত্ব' নামক কিতাবে এবং ইমাম বায়হাক্বী তাঁর 'শো'বুল ঈমান নামক কিতাবে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। আল্লামা আলবানী (রহঃ) হাদীসটি সহীহ বলেছেন। দ্রষ্টব্যঃ সিলসিলাতুস সাহীহা ১৭৮৮)

* এই বিশ্বাস করো না যে, মহান আল্লাহ তাঁর সত্তা সহ আমাদের সাথে আছেন। আমাদের সাথে তাঁর থাকার ব্যাপারটা হলো, তাঁর জ্ঞান আমাদের সাথে থাকে এবং তিনি সবকিছুর খবর রাখেন অথবা তাঁর সাহায্য ও সমর্থন আমাদের সাথে থাকে। তিনি তাঁর সত্তা সহ আমাদের ঊর্ধ্বে এবং সৃষ্টির বহু ব্যবধানে আরশের উপর ঐভাবেই সমাসীন আছেন, যেভাবে সমাসীন থাকা তাঁর গৌরবময় ও মহান সত্তার জন্য সামঞ্জস্যপূর্ণ। তাঁর মত কোন কিছুই নয়। তাঁর অনুরূপ, তাঁর সহযোগী, তাঁর মত এবং তাঁর সমকক্ষ কেউ নেই। তিনি প্রত্যেকটি জিনিস সম্পর্কে অবগত। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ ﴾ (الأنعام:١٨)

"তিনি পরাক্রান্ত স্বীয় বান্দাদের উপর। তিনি জ্ঞানময়, সর্বজ্ঞ।" (সূরা আন্‌আমঃ ১৮)

* আল্লাহ তা'য়ালা যে নাম ও গুণাবলী নিজের জন্য সুসাব্যস্ত করেছেন এবং তাঁর মহান নবী সহীহ হাদীসে তাঁর জন্য যে নাম ও গুণাবলী প্রতিষ্ঠিত করেছেন, সেগুলো ব্যতীত অন্য কোন নাম ও গুণ তাঁর জন্য সুসাব্যস্ত করো না। কেননা, মহান আল্লাহর নামগুলো 'তাওক্বীফী' (অর্থাৎ, সেগুলোই তাঁর নাম বিবেচিত হবে যা শরীয়ত কর্তৃক প্রমাণিত)। এতে ভালো লাগার এবং জ্ঞানের কোন স্থান নেই। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

﴿ قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيًّا مَا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى ﴾ (الاسراء: ١١٠)

"আল্লাহকে আল্লাহ বলে ডাকো কিংবা রাহমান বলে, যে নামেই ডাকো না কেন সব সুন্দর নামই তাঁর।" (সূরা বানীইসরাঈঃ ১১০)

* আল্লাহর নাম ও তাঁর গুণাবলীর ব্যাপারে বিপথগামী হয়ো না। আর তা হয়, তার অস্বীকৃতি ও অস্বীকার ক'রে অথবা তার প্রকৃত অর্থের অপব্যাখ্যা ক'রে কিংবা কোন কোন সৃষ্টিকেও ঐ নামে নামকরণ ক'রে ও সৃষ্টির নামের সাথে তার সাদৃশ্য স্থাপন ক'রে অথবা তাঁর নামের সাথে এমন নাম প্রবেশ করিয়ে দিয়ে যা তাঁর নামের অন্তর্ভুক্ত নয় কিংবা অন্য নামের সাথে তাঁর নামের তুলনা ক'রে। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

﴿ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ (الأعراف: ١٨٠)

"আর আল্লাহ্‌র জন্য রয়েছে অনেক সুন্দর সুন্দর নাম। অতএব সেসব নামেই তাঁকে ডাকো এবং তাদেরকে বর্জন করো, যারা তাঁর নামের ব্যাপারে বাঁকা পথে চলে। তারা নিজেদের কৃতকর্মের ফল অতি সত্বর পাবে।" সূরা আ'রাফঃ ১৮০)

* আল্লাহ্‌র মুখমন্ডলের দোহাই দিয়ে কখনোও কিছু চেয়ো না, বরং আল্লাহর কাছে তাঁর সুন্দর নাম ও উন্নত গুণাবলীর অসীলায় চাইবে।

عن أبي موسى الأشعري ﷺقال: قال رسول الله ﷺ((مَلْعُوْنٌ مَّنْ سَأَلَ بِوَجْهِ اللهِ ، وَ مَلْعُوْنٌ مَّن يَّسْأَلُ بِوَجْهِ اللهِ ثُمَّ مَنَعَ سَائِلَهُ، مَا لَمْ يَسْأَلْهُ هَجْراً)) أخرجه ابن عساكر والطبراني، انظر: (السلسة الصحيحة رقم: ٢٢٩٠)

আবূ মূসা আশআরী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "সে ব্যক্তি অভিশপ্ত, যে আল্লাহর মুখমন্ডলের দোহাই দিয়ে চায় এবং সে ব্যক্তিও অভিশপ্ত, যার কাছে আল্লাহর মুখমন্ডলের দোহাই দিয়ে চাওয়া হয় কিন্তু সে দেয় না, যদি তার কাছে সম্পর্ক ছিন্নতার জিনিস চাওয়া না হয়।" (ইবনে আসাকীর, ত্বাবারানী, সিলসিলাতুস সাহীহা ২২৯০)

* কোন বিদআত ও হারাম জিনিসের অসীলায় আল্লাহ্‌র কাছে প্রার্থনা করো না। যেমন, বলা, اللهم إني أسألك بجاه فلان أو بحق فلان، أو بذات فلان، أو بحرمة فلان عندك. (হে আল্লাহ! আমি অমুকের সম্মানের দোহাই দিয়ে অথবা তার অধিকারের দোহাই দিয়ে কিংবা তার সত্তার দোহাই দিয়ে বা তোমার কাছে তার যে মর্যাদা তার দোহাই

দিয়ে প্রার্থনা করছি)। তবে তোমার জন্য আল্লাহর জীবিত সৎ ও মু'মিন বান্দাদের দুআ করা কোন দোষের জিনিস নয়।

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ (المائدة:٣٥)

"হে মু'মিনগণ! আল্লাহকে ভয় করো, তাঁর নৈকট্য অন্বেষণ করো এবং তাঁর পথে জেহাদ করো যাতে সফলকাম হও।"
(সূরা মায়েদাঃ ৩৫)

* আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না, তাতে তোমার পাপ যতই বেশী হোক না কেন। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

﴿إِنَّهُ لا يَيْأَسُ مِنْ رَوْحِ اللهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ﴾ (يوسف: ٨٧)

"অবশ্যাই আল্লাহর রহমত থেকে কাফের সম্প্রদায় ব্যতীত অন্য কেউ নিরাশ হয় না।" (সূরা ইউসুফঃ ৮৭)

* আল্লাহর পাকড়াও থেকে নিশ্চিন্ত হয়ো না, চাই তোমার সৎকর্ম যতই থাকুক না কেন। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللهِ فَلا يَأْمَنُ مَكْرَ اللهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ﴾ (الأعراف:٩٩)

"তারা কি আল্লাহর পাকড়াও থেকে নিশ্চিন্ত হয়ে গেছে? বস্তুতঃ আল্লাহর পাকড়াও থেকে তারাই নিশ্চিন্ত হতে পারে, যাদের ধ্বংস ঘনিয়ে আসে।" (সূরা আ'রাফঃ ৯৯)

* মহান আল্লাহর ব্যাপারে খারাপ ধারণা পোষণ করো না। কারণ, আল্লাহ্ তাঁর বান্দার সুধারণার কাছে থাকেন।

عَنْ جَابِرٍ ﷺ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ: ((لَا يَمُوتَنَّ أَحَدُكُمْ إِلَّا وَهُوَ يُحْسِنُ الظَّنَّ بِاللهِ عَزَّ وَجَلَّ)) رواه مسلم ٢٨٧٧

জাবির থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, "তোমাদের সকলেই যেন আল্লাহর ব্যাপারে সঠিক ধারণা নিয়েই মৃত্যুবরণ করে।" (মুসলিম ২৮৭৭)

* কেবল ভালোবাসার ভিত্তিতে আল্লাহর ইবাদত করো না এবং কেবল আশা ও ভয়ের ভিত্তিতেও তাঁর ইবাদত করো না, বরং এ দু'টোকে পাখীর দু'টি ডানার মত বানিয়ে দাও। কেননা, একটি ডানাধারী পাখী উড়তে পারে না। আর আল্লাহর সৎ ও মু'মিন বান্দাদের অবস্থা হলো,

﴿يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ﴾ (الاسراء: ٥٧)

"তারা তাদের পালনকর্তার নৈকট্য লাভের জন্য মাধ্যম তালাশ করে যে, তাদের মধ্যে কে নৈকট্যশীল। তারা তাঁর রহমতের আশা করে এবং তাঁর শাস্তিকে ভয় করে।" (সূরা ইসরাঃ৫৭) তিনি আরো বলেন,

﴿نَبِّئْ عِبَادِي أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ، وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ﴾

(الحجر:٥٠)

"তুমি আমার বান্দাদেরকে জানিয়ে দাও যে, আমি অত্যন্ত ক্ষমাশীল, দয়ালু। আর আমার শাস্তিও অতীব কঠিন শাস্তি।" (সূরা হিজ্‌রঃ ৪৯-৫০)

* আমল ছাড়াই কেবল আল্লাহ তা'য়ালার রহমতের উপর ভরসা করো না। কারণ, সৎকর্ম হলো আল্লাহর প্রতি সঠিক ধারণা পোষণের দলীল। আর আল্লাহর রহমত অলসতা ও কুড়েমি করলে পাওয়া যায় না, বরং তা লাভ করা যায় সত্য ঈমান এবং নেক আমলের মাধ্যমে। অবশ্যই আল্লাহর রহমত সৎকর্মশীলদের নিকটবর্তী। মহান আল্লাহ বলনে,

﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللهِ أُولَئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللهِ وَاللهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ (البقرة:٢١٨)

"যারা ঈমান এনেছে এবং হিজরত ও আল্লাহর পথে জেহাদ করেছে, তারা আল্লাহর রহমতের প্রত্যাশী। আর আল্লাহ হচ্ছেন ক্ষমাশীল, করুণাময়।" (সূরা বাক্বারাঃ ২১৮)

* আল্লাহর যিক্‌র লেখা আছে এমন কোন জিনিসকে নিয়ে অথবা কুরআন কিংবা রাসূলুল্লাহ বা দ্বীনকে নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করো না এবং তা তুচ্ছ ও নগণ্য গণ্য করো না, যদিও তা রসিকতাচ্ছলে হয়। যেমন, দ্বীনি ইল্‌ম এবং আলেমদের সাথে দ্বীনি ইল্‌ম রাখার কারণে ঠাট্টা করা। অনুরূপ ভালো কাজের আদেশ ও মন্দ কাজের নিষেধ প্রদানের কাজের সাথে এবং এ কাজ যারা করে, তাদের সাথে আদেশ

ও নিষেধ প্রদানের কারণে বিদ্রূপ করা। এইভাবে দ্বীনের আরো অন্যান্য বিধি-বিধান ও নিদর্শনসমূহ নিয়ে ঠাট্টা করা। যেমন, দাড়ি, মেসওয়াক ইত্যাদি। মহান আল্লাহ্ বলেন,

﴿ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ، لا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ ﴾ (التوبة: ٦٥-٦٦)

"আর যদি তুমি তাদের জিজ্ঞেস করো, তবে তারা বলবে, আমরা তো কথার কথা বলছিলাম এবং কৌতুক করছিলাম। তুমি বলো, তোমরা কি আল্লাহর সাথে, তাঁর বিধানের সাথে এবং তাঁর রাসূলের সাথে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করছিলে? ছলনা করো না, তোমরা যে কাফের হয়ে গেছো ঈমান আনার পর।" (সূরা তাওবাঃ ৬৫-৬৬)

* এমন লোকের সাথে বসো না, যে আল্লাহর আয়াতসমূহ নিয়ে কৌতুক, অস্বীকৃতি জ্ঞাপন এবং বিদ্রূপ করে। তবে তাকে (দ্বীনের) দাওয়াত দেওয়া এবং তার বাতিলের বর্ণনা এবং তাকে সতর্ক করার জন্য তার সাথে বসা যেতে পারে। আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন,

﴿ وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذاً مِثْلُهُمْ إِنَّ اللهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعاً ﴾ (النساء: ١٤٠)

"আর কুরআনের মাধ্যমে তোমাদের প্রতি এই বিধান জারি করে দিয়েছেন যে, যখন আল্লাহ্ তা'য়ালার আয়াতসমূহের প্রতি অস্বীকৃতি জ্ঞাপন ও বিদ্রূপ হতে শুনবে, তখন তোমরা তাদের সাথে বসো না,

যতক্ষণ না তারা প্রসঙ্গান্তরে চলে যায়। তা-নাহলে তোমরাও তাদের মত হয়ে যাবে। অবশ্যই আল্লাহ্ মুনাফেক ও কাফেরদেরকে জাহান্নামে একত্রিত করবেন।" (সূরা নিসাঃ ১৪০)

* মহান আল্লাহর নাজিল করা বিধান ছাড়া বিচার-ফয়সালা করো না অথবা এই মনে করো না যে, তাঁর বিধানে জুলুম-অত্যাচার কিংবা বাড়াবাড়ি ও কঠোরতা রয়েছে অথবা তা অসম্পূর্ণ, পরিপূর্ণ নয় কিংবা অন্য বিধান তাঁর বিধানের চেয়ে উত্তম বা তার সমান এবং এই বিধান মানুষের জন্য বেশী ভালো অথবা তাঁর বিধান যুগোপযোগী নয়, এ সবকিছু আল্লাহর সাথে কুফ্রি এবং দ্বীন থেকে খারিজ হওয়া গণ্য হবে। মহান আল্লাহ্ বলেন,

﴿ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ﴾ (المائدة: ٤٤)

"যারা আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন, তদনুযায়ী ফয়সালা করে না, তারাই কাফের।" (সূরা মায়েদাঃ ৪৪)

* কিতাব অথবা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মাধ্যমে আল্লাহর পক্ষ থেকে আগত কোন কিছুর প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করো না। যেমন, একাধিক বিবাহ, সুদ হারাম এবং জাকাত ওয়াজিব ইত্যাদির বিধান। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُوا فَتَعْساً لَهُمْ وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ، ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنْزَلَ اللهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ ﴾ (محمد:٨-٩)

"আর যারা কাফের, তাদের জন্য আছে দুর্গতি এবং তিনি তাদের কর্ম বিনষ্ট করে দিবেন। এটা এ জন্যে যে, আল্লাহ্ যা নাযিল করেছেন,

তারা তা পছন্দ করে না। অতএব আল্লাহ তাদের কর্ম ব্যর্থ করে দিবেন।" (সূরা মুহাম্মাদঃ ৮-৯)

* আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নির্দেশাবলীর ব্যাপারে তুমি তোমার মনে কোন সংকীর্ণতা অনুভব করো না। কারণ, তোমার ঈমান ততক্ষণ পর্যন্ত পরিপূর্ণ বিবেচিত হবে না, যতক্ষণ না তোমার প্রবৃত্তি সেই জিনিসের অনুগত হয়ে যাবে, যা মুহাম্মাদ ﷺ তাঁর প্রতিপালকের কাছ থেকে নিয়ে এসেছেন। তুমি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নির্দেশ শুনে অনুগত হয়ে যাও। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

﴿فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيماً﴾ (النساء:٦٥)

"তোমার পালনকর্তার কসম, তারা ততক্ষণ পর্যন্ত ঈমানদার বিবেচিত হবে না, যতক্ষণ না তারা তাদের মধ্যে সৃষ্ট বিবাদের ব্যাপারে তোমাকে বিচারক হিসেবে গ্রহণ করে নেয়। অতঃপর তুমি যে ফয়সালা করে দিবে, সে ব্যাপারে যেন নিজেদের মনে কোন রকম সংকীর্ণতা অনুভব না ক'রে এবং তা যেন হৃষ্টচিত্তে মেনে নেয়।" (সূরা নিসাঃ ৬৫)

* আল্লাহর হালালকৃত জিনিসকে হারাম এবং হারামকৃত জিনিসকে হালাল করো না। আর দ্বীনের স্পষ্ট সূত্রে জানা কোন বিধানের অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করো না। যেমন, মদ হারাম ও নামায ওয়াজিব। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

﴿وَلا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى

الله الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى الله الْكَذِبَ لا يُفْلِحُونَ﴾ (النحل:١١٦)

"তোমাদের মুখ থেকে সাধারণতঃ যেসব মিথ্যা বের হয়ে আসে তেমনি করে তোমরা আল্লাহ্ বিরুদ্ধে মিথ্যা আরোপ ক'রে বলো না যে, এটা হালাল এবং ওটা হারাম। নিশ্চয় যারা আল্লাহর বিরুদ্ধে মিথ্যা আরোপ করে, তাদের মঙ্গল হবে না।" (সূরা নাহ্লঃ ১১৬)

* হালাল জিনিসকে হারাম এবং হারাম জিনিসকে হালাল করার ব্যাপারে কোন সৃষ্টির অনুসরণ করো না। কারণ, এ কাজ কেবল আল্লাহর। অতএব হালাল হলো তা-ই, যা আল্লাহ্ হালাল করেছেন এবং হারাম হলো তা-ই, যা আল্লাহ হারাম করেছেন। আর দ্বীন হলো সেটাই, যার স্বীকৃতি আল্লাহ্ দিয়েছেন। মহান আল্লাহ্ বলেন,

﴿اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَاباً مِنْ دُونِ الله﴾ (التوبة: ٣١)

"তারা আল্লাহকে বাদ দিয়ে তাদের পন্ডিত ও দরবেশদেরকে তাদের পালনকর্তারূপে গ্রহণ করেছে।" (সূরা তাওবাঃ ৩১)

عَنْ عَدِى بْنِ حَاتِمٍ ﷺقَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَفِي عُنُقِي صَلِيْبٌ مِنْ ذَهَبٍ، قَالَ: فَسَمِعْتُهُ يَقُوْلُ: (اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَاباً مِنْ دُونِ الله) قَالَ: قُلْتُ يَارَسُوْلَ الله إِنَّهُمْ لَمْ يَكُوْنُوْا يَعْبُدُوْنَهُمْ، قَالَ: أَجَل، وَلَكِن يُحِلُّوْنَ لَهُمْ مَا حَرَّمَ اللهُ فَيَسْتَحِلُّوْنَهُ، وَيُحَرِّمُوْنَ عَلَيْهِمْ مَا أَحَلَّ اللهُ فَيُحَرِّمُوْنَهُ فَتِلْكَ عِبَادَتُهُمْ لَهُمْ)) ((السنن الكبرى للبيهقي - (١٠ / ١١٦، والترمذي ٣٠٩٥ وقال الألباني حسن غاية المرام

আদী ইবনে হাতেম ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ এর নিকট এলাম, আর তখন আমার গলায় ঝুলছিল সোনার ক্রুশ। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺকে এই আয়াতটি পড়তে শুনলাম, "তারা আল্লাহকে বাদ দিয়ে তাদের পন্ডিত ও সংসার-বিরাগীদেরকে তাদের পালনকর্তারূপে গ্রহণ করেছে।" তিনি বলেন, আমি তখন বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! তারা তো তাদের ইবাদত করতো না। তিনি ﷺ বললেন, হ্যাঁ, কিন্তু তারা যখন আল্লাহর হারাম করা জিনিসকে তাদের জন্য হালাল করতো, তখন তারাও তা হালাল মনে করতো এবং আল্লাহর হালাল করা জিনিসকে যখন তাদের জন্য হারাম করতো, তখন তারাও তা হারাম মনে করতো। আর এটাই হলো এদের তাদের ইবাদত করা।" (বায়হাক্বী ১০/১১৬, তিরমিযী ৩০৯৫ আল্লামা আলবানী (রহঃ) হাদীসটিকে হাসান বলেছেন। দ্রষ্টবঃ 'গা-য়াতুল মারাম' ৬)

* ইসলাম ও মুসলিমদের অবনতিতে এবং শির্ক ও মুশরিকদের উন্নতিতে আনন্দিত হয়ো না। তাতে তা দ্বীনের ব্যাপারে হোক অথবা দুনিয়ার ব্যাপারে। আল্লাহ তা'য়ালা মুনাফেকদের সম্পর্কে বলেন,

﴿إِنْ تُصِبْكَ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَإِنْ تُصِبْكَ مُصِيبَةٌ يَقُولُوا قَدْ أَخَذْنَا أَمْرَنَا مِنْ قَبْلُ وَيَتَوَلَّوْا وَهُمْ فَرِحُونَ﴾ (التوبة: ٥٠)

"তোমার কোন কল্যাণ হলে তারা মন্দবোধ করে এবং কোন বিপদ উপস্থিত হলে তারা বলে, আমরা পূর্ব থেকেই নিজেদের কাজ সামলে নিয়েছি এবং ফিরে যায় উল্লসিত মনে।" (সূরা তাওবাঃ ৫০)

* কাফেরদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করো না, (ইসলাম ও মুসলিমদের বিরুদ্ধে) তাদের সাহায্য করো না, তাদেরকে ভালো বেসো না, সম্পদ, মর্যাদা এবং পরামর্শ ও শারীরিক কোনভাবেই তাদের দ্বীনের সহযোগিতা করো না। যাতে তুমি তাদেরই দলভুক্ত না হয়ে যাও এবং ফলে তাদেরই সাথে যেন তোমার হাশর না হয়। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ﴾ (الممتحنة: ١)

"হে মু'মিনগণ! তোমরা আমার ও তোমাদের শত্রুদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না। তোমরা তাদের প্রতি বন্ধুত্বের বার্তা পাঠাও (কিন্তু তারা তোমাদের কাছে আগত সত্যকে অস্বীকার করেছে।)।" (সূরা মুমতাহিনাঃ ১)

* কাফেরদের সাদৃশ্য গ্রহণ করো না। না তাদের ধর্মীয় কোন ব্যাপারে, আর না তাদের এমন বিশেষ বৈশিষ্ট্যসমূহে, যদ্দ্বারা তারা অন্যদের থেকে পৃথক গণ্য হয়।

عَنْ ابْنِ عُمَرَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ))

رواه أبوداود

ইবনে উমার ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "যে ব্যক্তি কোন জাতির সাদৃশ্য গ্রহণ করবে, সে তাদেরই একজন গণ্য হবে।" (সহীহ সুনানে আবূ দাউদ ২/৭৬১, নং ৩৪০১)

* তুমি তোমার দ্বীনের মধ্যে অপমানকর জিনিস মেনে নিও না। কাজেই (দ্বীনের ব্যাপারে) নমনীয়তা প্রদর্শন করো না এবং মনমারা হয়ো না ও দুঃখও করো না। কারণ, ইজ্জত ও সম্মান হলো আল্লাহর জন্য, তাঁর রাসূলের জন্য এবং মু'মিনদের জন্য। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

﴿وَلا تَهِنُوا وَلا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ (آل عمران:١٣٩)

"তোমরা মনমারা হয়ো না এবং দুঃখ করো না। যদি তোমরা মু'মিন হও, তবে তোমরাই জয়ী হবে।" (সূরা আল-ইমরানঃ ১৩৯)

* মুশরিকদের কুফ্রির ব্যাপারে সন্দেহ করো না এবং তাদের ধর্মের সত্যায়ন করো না। অনুরূপ তাদের নিয়ম-নীতির সাহায্য করো না এবং তাদের হয়ে প্রতিবাদ করো না। যাতে তুমি তাদেরই দলভুক্ত না হয়ে যাও। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيباً مِنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلاءِ أَهْدَى مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلاً، أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللهُ وَمَنْ يَلْعَنِ اللهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ نَصِيراً﴾ (النساء:٥١-٥٢)

"তুমি কি তাদেরকে দেখো নি, যারা কিতাবের কিছু অংশ প্রাপ্ত হয়েছে, তারা প্রতিমা ও শয়তানকে বিশ্বাস করে এবং কাফেরদেরকে বলে যে, এরা মুসলিমদের তুলনায় অধিকতর সরল-সঠিক পথে

রয়েছে। এরা হলো সেই সমস্ত লোক, যাদের উপর অভিশাপ করেছেন আল্লাহ তা'য়ালা স্বয়ং। আর আল্লাহ্ যার উপর অভিশাপ করেন, তুমি তার কোন সাহায্যকারী খুঁজে পাবে না।" (সূরা নিসাঃ ৫১-৫২)

* কাফেরদের ধর্মীয় উৎসব ও অনুষ্ঠানে তুমি অংশ গ্রহণ করো না অথবা এ উপলক্ষ্যে তাদেরকে অভিনন্দন জানাইও না এবং এ ব্যাপারে তাদের কোন সহযোগিতাও করো না। এ রকম করলে তা হবে তোমার পক্ষ থেকে তাদের স্বীকৃতি জ্ঞাপন। আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন,

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ﴾ (التوبة:١٢٣)

"হে ঈমানদারগণ, তোমাদের নিকটবর্তী কাফেরদের সাথে যুদ্ধ চালিয়ে যাও এবং তারা তোমাদের মধ্যে কঠোরতা অনুভব করুক। আর জেনে রাখো, আল্লাহ্ মুত্তাক্বীদের সাথে রয়েছেন।"(সূরা তাওবাঃ ১২৩)

* মহান আল্লাহর দ্বীন থেকে মুখ ফিরিয়ে নিও না, বরং তা শিক্ষা করো এবং সেই অনুযায়ী আমল করো।

﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ﴾ (السجدة:٢٢)

"যে ব্যক্তিকে তার পালনকর্তার আয়াতসমূহের দ্বারা উপদেশ দান করা হয়, অতঃপর সে তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, তার চেয়ে

বড় জালেম আর কে? আমি অবশ্যই অপরাধীদেরকে শাস্তি দিবো।" (সূরা সিজদাঃ ২২)

* জাদু-বিদ্যার কার্যকলাপে লিপ্ত হয়ো না, কারণ, তা হলো শয়তানী কার্যকলাপের অন্তর্ভুক্ত। আর তা হলো কুফ্‌রি এবং ঈমান পরিপন্থী। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন।

﴿ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُوا الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلا تَكْفُرْ ﴾

(البقرة: ١٠٢)

"তারা ঐ শাস্ত্রের অনুসরণ করলো, যা সুলায়মানের রাজত্বকালে শয়তানরা আবৃত্তি করত। সুলায়মান কুফ্‌রি করে নি, শয়তানরাই কুফ্‌রি করেছিল। তারা মানুষকে জাদুবিদ্যা এবং বাবেল শহরে হারূত ও মারূত দুই ফেরেশতার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছিল, তা শিক্ষা দিতো। তবে ফেরেশতারা এ কথা না বলে কাউকে শিক্ষা দিতো না যে, আমরা পরীক্ষার জন্য, কাজেই তুমি কুফ্‌রি করো না।" (সূরা বাক্বারাঃ ১০২)

* কোন গণক, ভেলকিবাজ, জাদুকর এবং জ্যোতিষীর কাছে যেও না। অনুরূপ তাদের কাছেও না, যারা মাটিতে রেখা টেনে অথবা হস্তরেখা দেখে কিংবা কড়ি চালিয়ে ভবিষ্যৎবাণী করে।

عَنْ بَعْضِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ- وَهِيَ حَفْصَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا-عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:

((مَنْ أَتَى عَرَّافًا فَسَأَلَهُ عَنْ شَيْءٍ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً)) رواه مسلم ٢٢٣٠

"নবী করীম ﷺ-এর কোন স্ত্রী-তিনি হলেন হাফসা রাযীআল্লাহু আনহা-নবী করীম ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন, "যে ব্যক্তি গণকের কাছে এসে কোন কিছু জিজ্ঞাসা করবে, চল্লিশ রাত পর্যন্ত তার নামায গৃহীত হবে না।" (মুসলিম ২২৩০)

* কোন গণকের অথবা গায়েবী জ্ঞানের দাবীদারের সত্যায়ন করো না। কেননা, তাদের কাছে আসা ও তাদের সত্যায়ন করা হলো, খায়রুল বাশার (সর্ব শ্রেষ্ঠ মানুষ) ﷺ-এর প্রতি নাজিল করা অহীর সাথে কুফ্‌রি করা।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ((مَنْ أَتَى كَاهِنًا أَوْ عَرَّافًا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ ﷺ)) أحمد ٣/ ١٦٣، صحيح سنن أبي داود ٣٩٠٤

আবূ হুরাইরা رضي الله عنه নবী করীম ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি ﷺ বলেছেন, "যে ব্যক্তি গণকের কাছে এল এবং তার কথার সত্যায়ন করলো, সে সেই জিনিসের সাথে কুফ্‌রি করলো যা মুহাম্মাদ ﷺ-এর অবতীর্ণ করা হয়েছে।" (আহমদ ৩/ ১৬৪ নং ৯২৫২, সহীহ সুনানে আবূ দাউদ ৩৯০৪)

* তারকারাজির মাধ্যমে বৃষ্টি কামনা করো না এবং গ্রহনক্ষত্রাদির প্রতি আস্থাবান হয়ো না।

عَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْعَرِيِّ ﷺ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: ((أَرْبَعٌ فِي أُمَّتِي مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ لَا يَتْرُكُونَهُنَّ: الْفَخْرُ فِي الْأَحْسَابِ، وَالطَّعْنُ فِي الْأَنْسَابِ، وَالْاسْتِسْقَاءُ بِالنُّجُومِ، وَالنِّيَاحَةُ)) رواه مسلم ٩٣٤

আবূ মালিক আশআরী ﷺ থেকে বর্ণিত। নবী করীম ﷺ বলেছেন, "জাহেলিয়াতের চারটি স্বভাব আমার উম্মতের মধ্যে বিদ্যমান আছে তা ত্যাগ করে না। (আর তা হলো,) আভিজাত্য নিয়ে গর্ব করা, বংশে খোঁটা দেওয়া, নক্ষত্রের মাধ্যমে বৃষ্টি কামনা করা এবং মাতম ও বিলাপ ক'রে রোদন করা।" (মুসলিম ৯৩৪)

* এ কথা বলো না যে, অমুক নক্ষত্রের ফলে আমাদের মাঝে বৃষ্টি হয়েছে। কেননা, এতে বৃষ্টির সম্পর্ক জোড়া হয় নক্ষত্রের সাথে।

عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِي ﷺ قَالَ: صَلَّى لَنَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ صَلَاةَ الصُّبْحِ بِالْحُدَيْبِيَّةِ- عَلَى إِثْرِ سَمَاءٍ كَانَتْ مِنَ اللَّيْلَةِ-فَلَمَّا انْصَرَفَ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ: ((هَلْ تَدْرُوْنَ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ؟)) قَالُوا: اللهُ وَرَسُوْلُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: ((أَصْبَحَ مِنْ عِبَادِيْ مُؤْمِنٌ بِي وَكَافِرٌ، أَمَّا مَنْ قَالَ مُطِرْنَا بِفَضْلِ اللهِ وَرَحْمَتِهِ فَذَلِكَ مُؤْمِنٌ بِي كَافِرٌ بِالْكَوْكَبِ. وَأَمَّا مَنْ قَالَ بِنَوْءِ كَذَا وَكَذَا فَذَلِكَ كَافِرٌ بِي وَ مُؤْمِنٌ بِالْكَوْكَبِ)) البخاري ومسلم ٧١-٨٤٦

যায়েদ বিন খালেদ জুহানী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হুদায়বিয়্যাতে রাতে বৃষ্টি হলে ফজরের নামাযের পর নবী করীম ﷺ সকলের দিকে সম্মুখ করে বসে বললেন "তোমরা জান কি, তোমাদের

প্রতিপালক কি বলেন?" সকলে বলল, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই অধিক জানেন। বললেন, তিনি বলেন, "আমার বান্দাদের মধ্যে কিছু বান্দা মু'মিন হয়ে ও কিছু কাফের হয়ে প্রভাত করেছে। যে ব্যক্তি বলেছে যে, আল্লাহর অনুগ্রহ ও তাঁর দয়ায় আমাদের উপর বৃষ্টি হল, সে তো আমার প্রতি মুমিন (বিশ্বাসী) ও নক্ষত্রের প্রতি কাফের (অবিশ্বাসী)। কিন্তু যে ব্যক্তি বলেছে যে, অমুক অমুক নক্ষত্রের ফলে আমাদের উপর বৃষ্টি হল, সে তো আমার প্রতি কাফের (অবিশ্বাসী) এবং নক্ষত্রের প্রতি মু'মিন (বিশ্বাসী)"। (বুখারী ৮৪৬-মুসলিম৭১)

* কোন জিনিসকে অশুভ ও কু-লক্ষণ মনে করো না। যেমন, পাখী, ব্যক্তি, নাম, মুখের কথা, স্থান, দুর্ঘটনা, সংখ্যা, রঙ, মাস এবং দিন ও সময় ইত্যাদি। কেননা, আল্লাহ ব্যতীত অপকার ও উপকারকারী কেউ নেই।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: ((لَا عَدْوَى وَلَا طِيَرَةَ وَلَا هَامَةَ وَلَا صَفَرَ وَلَا نَوْءَ وَلَا غُوْلَ)) رواه البخاري ومسلم ٥٧٧٦-٢٢٢٠

আবূ হুরাইরা ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "সংক্রামক কোন ব্যাধি নেই, অলক্ষণ-অশুভ, পেঁচার কোন কুপ্রভাব এবং উদরাময়ের আশঙ্কার কোন কারণ নেই এবং বৃষ্টি হওয়ার ব্যাপারে নক্ষত্রের কোন প্রভাব নেই ও পিশাচ (এক প্রকার শয়তান) কাউকে ভ্রষ্ট করতে পারে না।" (বুখারী ৫৭৭৬-মুসলিম ২২২০)

* ভাগ্যকে মিথ্যা মনে করো না, তাতে তা ভালো হোক বা মন্দ। ভাগ্য হলো সৃষ্টির মধ্যে আল্লাহর গোপন রহস্য। আর আল্লাহর এই

সার্বভৌমত্বে তা-ই সংঘটিত হবে, যা তিনি নির্ধারিত করেছেন, যা তিনি চান এবং যা তিনি লিপিবদ্ধ করেছেন ও সৃষ্টি করেছেন।

عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: ((لَوْ أَنَّ اللهَ عَذَّبَ أَهْلَ سَمَاوَاتِهِ وَأَهْلَ أَرْضِهِ، عَذَّبَهُمْ وَهُوَ غَيْرُ ظَالِمٍ لَهُمْ، وَلَوْ رَحِمَهُمْ كَانَتْ رَحْمَتُهُ خَيْرًا لَهُمْ مِنْ أَعْمَالِهِمْ، وَلَوْ أَنْفَقْتَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا فِي سَبِيلِ اللهِ مَا قَبِلَهُ اللهُ مِنْكَ حَتَّى تُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ وَتَعْلَمَ: أَنَّ مَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ وَأَنَّ مَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَكَ وَلَوْ مُتَّ عَلَى غَيْرِ هَذَا لَدَخَلْتَ النَّارَ)) صحيح أبي داود وصحيح ابن ماجة ٣٩٣٢-٧٧

যায়েদ ইবনে সাবেত ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "যদি আল্লাহ্ আসমান ও জমিনবাসীদের শাস্তি দেন, তবে তিনি দিতে পারেন, আর এই শাস্তি দেওয়ার কারণে তিনি অত্যাচারী বিবেচিত হবেন না। আর তিনি যদি তাদের উপর রহম করেন, তবে তাঁর রহমই তাদের জন্য তাদের আমলের চেয়েও উত্তম হবে। তুমি যদি ওহুদ পাহাড় সমান সোনা আল্লাহ্র পথে ব্যয় করো, তবে তা ততক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ্ তোমার পক্ষ হতে গ্রহণ করবেন না, যতক্ষণ না তুমি ভাগ্যের উপর ঈমান আনবে। আর জেনে রেখো, যে জিনিস (অপকার ও উপকারের) তোমার উপর আসার আছে, তা আসবেই এবং যা আসার নয়, তা আসবে না। এর বিপরীত বিশ্বাসের উপর তোমার মৃত্যু হলে, অবশ্যই তুমি জাহান্নামে প্রবেশ করবে।" (সহীহ্ সুনানে আবূ দাউদ ৩৯৩২, সহীহ্ সুনানে ইবনে মাজা ৭৭)

* আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত ভাগ্যে অসন্তুষ্ট হয়ো না। আর জেনে রেখো, যে জিনিস (অপকার ও উপকারের) তোমার উপর আসার আছে, তা আসবেই এবং যা আসার নয়, তা আসবে না। অবশ্যই মহান আল্লাহ তাঁর নির্ধারণ ও ব্যবস্থাপনায় সুবিজ্ঞ।

عَنْ أَنَسٍ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : ((إِنَّ عِظَمَ الْجَزَاءِ مَعَ عِظَمِ الْبَلَاءِ، وَإِنَّ اللهَ إِذَا أَحَبَّ قَوْمًا ابْتَلَاهُمْ، فَمَنْ رَضِيَ، فَلَهُ الرِّضَا، وَمَنْ سَخِطَ، فَلَهُ السَّخَطُ))صحيح سنن الترمذي ١٩٥٤ وصحيح سنن ابن ماجة ٣٢٥٦

আনাস ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "নিশ্চয় বিপদ যত বড় হয়, পুরস্কারও তত বড় হয়। আর আল্লাহ যখন কোন জাতিকে ভালবাসেন, তখন তাদেরকে বিপদে ফেলে পরীক্ষা করেন। যে সন্তুষ্ট হয়, তার জন্যে রয়েছে (আল্লাহর) সন্তুষ্টি। আর যে অসন্তুষ্ট হয়, তার জন্যে রয়েছে (আল্লাহর) অসন্তুষ্টি।" ((সহীহ সুনানে তিরমিযী ১৯৫৪, সহীহ সুনানে ইবনে মাজা ৩২৫৬)

* ভাগ্যকে অবাধ্যতা এবং দোষনীয় ও পাপের কাজের দলীল বানাইও না। অতএব এ কথা বলো না যে, আল্লাহ হেদায়াত দান করলে আমি মুত্তাক্বীদের অন্তর্ভুক্ত হতাম। বিপদাপদের বেলায় ভাগ্যকে দলীল হিসাবে গ্রহণ করো। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿أَنْ تَقُولَ نَفْسٌ يَا حَسْرَتَى عَلَى مَا فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ اللهِ وَإِنْ كُنْتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ، أَوْ تَقُولَ لَوْ أَنَّ اللهَ هَدَانِي لَكُنْتُ مِنَ الْمُتَّقِينَ،أَوْ تَقُولَ حِينَ تَرَى الْعَذَابَ لَوْ أَنَّ لِي كَرَّةً فَأَكُونَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ، بَلَى قَدْ جَاءَتْكَ آيَاتِي فَكَذَّبْتَ بِهَا

وَاسْتَكْبَرْتَ وَكُنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ﴾ (الزمر:٥٦-٥٩)

"যাতে কেউ না বলে, হায়, হায়, আল্লাহর প্রতি আমি কর্তব্যে অবহেলা করেছি এবং আমি ঠাট্টা-বিদ্রূপকারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলাম। অথবা না বলে, আল্লাহ্ যদি আমাকে পথপ্রদর্শন করতেন, তবে অবশ্যই আমি আল্লাহভীরুদের দলভুক্ত হতাম। কিংবা আজাব প্রত্যক্ষ করার সময় না বলে, যদি কোন রূপে একবার ফিরে যেতে পারি, তবে আমি সৎকর্মপরায়ণ হয়ে যাবো। হ্যাঁ, তোমার কাছে আমার নিদর্শন এসেছিলো, কিন্তু তুমি তাকে মিথ্যা বলেছিলে, অহংকার করেছিলে এবং কাফেরদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছিলে।" (সূরা যুমারঃ ৫৬-৫৯)

* এ কথা বলো না যে, যদি আমি এরূপ করতাম, তবে এ রকম হতো।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ :((احْرِصْ عَلَى مَا يَنْفَعُكَ وَاسْتَعِنْ بِاللهِ وَلَا تَعْجَزْ وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ فَلَا تَقُلْ لَوْ أَنِّي فَعَلْتُ كَانَ كَذَا وَكَذَا، وَلَكِنْ قُلْ: قَدَرُ اللهِ وَمَا شَاءَ فَعَلَ، فَإِنَّ «لَوْ» تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ)) مسلم ١٦٢٩

আবু হুরাইরা ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "তোমার উপকারী বিষয়ে তুমি যত্নবান হও। আল্লাহর নিকট সাহায্য ভিক্ষা করো এবং অক্ষম হয়ে যেও না। তোমার উপর কোন বিপদ এলে বলো না যে, 'যদি আমি এই রকম করতাম, তাহলে এই রকম হতো।' বরং বলো, আল্লাহ যা ভাগ্যে লিখেছেন

এবং যা চেয়েছেন, তা-ই হয়েছে। কারণ, 'যদি' শয়তানের কর্ম উদ্‌ঘাটন করে।" (মুসলিম ১৬২৯)

* কোন কিছুর ব্যাপারে বলো না যে, আমি তা আগামী কাল করবো 'ইনশা-আল্লাহ' বলা বাদ দিয়ে। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَٰلِكَ غَدًا، إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللهُ﴾ (الكهف: ٢٣-٢٤)

"তুমি কোন কাজের বিষয়ে বলবে না যে, সেটি আমি আগামী কাল করবো। 'আল্লাহ ইচ্ছা করলে' বলা ব্যতিরেকে।" (সূরা কাহ্‌ফঃ ২৩-২৪)

* তুমি এমন জিনিসের আকাঙ্ক্ষা করো না, যার দ্বারা আল্লাহ অপর ব্যক্তিকে তোমার উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন। বরং তোমাকে আল্লাহ যা দিয়েছেন, তা-ই নিয়ে তুমি সন্তুষ্ট থাকো। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

﴿وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اللهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا﴾

(النساء: ٣٢)

"আর তোমরা আকাঙ্ক্ষা করো না এমনসব বিষয়ে যাতে আল্লাহ তোমাদের একের উপর অপরকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন। পুরুষরা যা অর্জন করে, সেটা তাদের অংশ এবং মহিলারা যা অর্জন করে, সেটা তাদের অংশ। আল্লাহর কাছে তাঁর অনুগ্রহ প্রার্থনা করো। অবশ্যই আল্লাহ সর্ব-বিষয়ে জ্ঞাত।" (সূরা নিসাঃ ৩২)

* আল্লাহর নিয়ামতকে অস্বীকার ক'রে এবং গায়রুল্লাহর সাথে তার সম্পর্ক জুড়ে অথবা তাঁর নিয়ামতের যথাযথ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন না ক'রে কুফ্রি করো না। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ ﴾ (ابراهيم:٧)

"তোমাদের পালনকর্তা ঘোষণা করেছেন যে, যদি কৃতজ্ঞতা স্বীকার করো, তবে তোমাদেরকে আরো দিবো এবং যদি অকৃতজ্ঞ হও, তবে নিশ্চয় আমার শাস্তি হবে কঠোর।" (সূরা ইবরাহীমঃ ৭)

* গায়রুল্লাহর নামে শপথ করো না। যেমন, কা'বার, নবীর, মর্যাদা-সম্মানের, নিরাপত্তার, পবিত্রতার, কারো জীবনের অথবা কারো মাথায় হাত দিয়ে বা কারো অধিকারের দোহাই দিয়ে কসম খাওয়া ইত্যাদি।

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ قَالَ: ((أَلَا إِنَّ اللهَ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ فَمَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاللهِ وَإِلَّا فَلْيَصْمُتْ)) البخاري ومسلم ٦١٠٨-١٦٤٦

ইবনে উমার (রাযীআল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "শুনো, আল্লাহ তা'য়ালা তোমাদেরকে তোমাদের বাপ-দাদাদের নামে শপথ গ্রহণ করতে নিষেধ করেছেন। অতএব, কেউ যদি শপথ করতে চায়, তবে সে যেন আল্লাহর নামে শপথ করে। অন্যথায় সে যেন চুপ থাকে।" (বুখারী ৬১০৮-মুসলিম ১৬৪৬)

* আমানতের কসম খেও না।

عَنْ ابْنِ بُرَيْدَةَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: ((مَنْ حَلَفَ بِالْأَمَانَةِ فَلَيْسَ مِنَّا))

صحيح سنن أبي داود ٢٧٨٨

বুরায়দা ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "যে আমানতের কসম খেলো, সে আমার উম্মতের অন্তর্ভুক্ত নয়।" (সহীহ সুনানে আবূ দাউদ ২৭৮৮)

* অধিকহারে আল্লাহর নামে কসম খেও না। কারণ, এতে তোমার কাছে মহান আল্লাহর নাম ও তাঁর গুণাবলীর মান অতি সামান্য ও নগণ্য হয়ে যাবে। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ... ﴾ (المائدة: ٨٩)

"তোমরা তোমাদের কসমের হেফাযত করো---।"

*যে তোমার জন্য আল্লাহর নামে শপথ করে, তার শপথকে প্রত্যাখান করো না, বরং মহান আল্লাহর সম্মানার্থে তার কসমকে মেনে নাও, তবে সে যদি অন্যায় অথবা এমন ব্যাপারে কসম খায়, যার উপর তোমার কোন ক্ষমতা নেই, তার কথা ভিন্ন।

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعَ النَّبِيُّ ﷺ رَجُلًا يَحْلِفُ بِأَبِيهِ، فَقَالَ ((لَا تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ، مَنْ حَلَفَ بِاللهِ فَلْيَصْدُقْ، وَمَنْ حُلِفَ لَهُ بِاللهِ فَلْيَرْضَ، وَمَنْ لَمْ يَرْضَ بِاللهِ فَلَيْسَ مِنَ اللهِ)) صحيح سنن ابن ماجة ١٧٠٨

ইবনে উমার (রাযীআল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

নবী করীম ﷺ এক ব্যক্তিকে তার বাপের নামে কসম খেতে শুনে বললেন, “তোমরা তোমাদের বাপ-দাদাদের নামে কসম খেও না। আর যে আল্লাহর নামে কসম খায়, সে যেন সত্য কসম খায়। আর যার জন্য আল্লাহর নামে কসম খাওয়া হয়, সে যেন তার কসম মেনে নেয়। কারণ, যে আল্লাহর নামে করা কসমকে মেনে নেয় না, তার সাথে আল্লাহর কোন সম্পর্ক নেই।” (সহীহ সুনানে ইবনে মাজাহ ১৭০৮)

* আল্লাহ প্রদত্ত কোন জিনিসকে তাঁর কাছে বিরাট মনে করো না। কেননা, সৃষ্টির প্রয়োজনীয় কোন জিনিস তাঁর উপর ভার সৃষ্টি করতে অথবা তাঁকে অপারগ করতে পারে না এবং তা পূরণ করার জন্য তাঁকে বাধ্যও করতে পারে না।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ((لَا يَقُلْ أَحَدُكُمْ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي إِنْ شِئْتَ ارْحَمْنِي إِنْ شِئْتَ ارْزُقْنِي إِنْ شِئْتَ وَلْيَعْزِمْ مَسْأَلَتَهُ إِنَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ لَا مُكْرِهُ لَهُ))

البخاري ومسلم٧٤٧٧-٢٦٧٨

আবূ হুরাইরা ﷺ নবী করীম ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তোমাদের কেউ যেন না বলে, হে আল্লাহ! আপনি চাইলে আমাকে ক্ষমা করুন, হে আল্লাহ! আপনি ইচ্ছা করলে আমার প্রতি দয়া করুন। সে যেন দৃঢ় সংকল্পের সাথে দুআ করে। কারণ, তিনি যা চান, তা-ই করেন। তাঁর উপর জোর করার কেউ নেই।” (বুখারী ৭৪৭৭-মুসলিম ২৬৭৮) অপর আর একটি বর্ণনায় এসেছে,

((وَلْيُعَظِّمْ الرَّغْبَةَ فَإِنَّ اللهَ لَا يَتَعَاظَمُهُ شَيْءٌ أَعْطَاهُ)) مسلم ٢٦٧٩

"সে যেন দৃঢ় সংকল্পের সাথে দুআ করে। কারণ, আল্লাহ্ তা'য়ালা তাকে যা দান করেন, তা তাঁর কাছে এমন কোন বড় জিনিস নয়।" (মুসলিম ২৬৭৯)

* কোন পাপের কারণে কোন মুসলিমকে কাফের মনে করো না, যদি সে পাপকে বৈধ মনে না করে।

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ((أَيُّمَا امْرِئٍ قَالَ لِأَخِيهِ يَا كَافِرُ، فَقَدْ بَاءَ بِهَا أَحَدُهُمَا، إِنْ كَانَ كَمَا قَالَ وَإِلَّا رَجَعَتْ عَلَيْهِ)) البخاري ومسلم ٦١٠٣-٦٠

আবূ হুরাইরা ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "যখন কেউ তার ভাইকে কাফের বলে, তখন তা তাদের উভয়ের মধ্যে একজনের উপর বর্তায়। যা বলেছে তা যদি সঠিক হয় তো ভালো, নচেৎ তার (যে বলেছে) ঐ কথা তার দিকেই ফিরে যায়।" (বুখারী ৬১০৩-মুসলিম ৬০)

* আল্লাহ্ তা'য়ালার উপর কসম খেয়ে কারো জান্নাতী ও জাহান্নামী হওয়ার ফয়সালা করো না। তবে তার কথা ভিন্ন যার ব্যাপারে অহী এই ফায়সালা দিয়েছে।

((عَنْ جُنْدَبٍ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ حَدَّثَ أَنَّ رَجُلًا قَالَ: وَاللهِ لَا يَغْفِرُ اللهُ لِفُلَانٍ، وَإِنَّ اللهَ تَعَالَى قَالَ: مَنْ ذَا الَّذِي يَتَأَلَّى عَلَيَّ أَنْ لَا أَغْفِرَ لِفُلَانٍ؟ فَإِنِّي قَدْ غَفَرْتُ لِفُلَانٍ وَأَحْبَطْتُ عَمَلَكَ)) رواه مسلم ٢٦٢١

জুন্দুব ﷺ থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "এক ব্যক্তি বললো, আল্লাহর কসম! আল্লাহ্ অমুক ব্যক্তিকে ক্ষমা করবেন না। আর মহান আল্লাহ্ বলেন, সে ব্যক্তি কে যে কসম খেয়ে বলে যে,

আমি অমুককে ক্ষমা করবো না? আমি তাকে ক্ষমা করে দিলাম এবং তার আমলকে ব্যর্থ করে দিলাম।" (মুসলিম ২৬২১)

* রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাহাবাগণকে গালি দিও না। আল্লাহ্ তাঁদের প্রতি সন্তুষ্ট হোন এবং তাঁদেরই সাথে আমাদের হাশর করুন! আর তার প্রতি অভিশাপ করুন, যে তাঁদের প্রতি অভিশাপ করে। তার প্রতি আল্লাহ্ গজব নাজিল করুন, যে তাঁদেরকে গালি দেয় অথবা তাঁদের কারো মান খাটো করে। কারণ, তাঁরা হলেন নবী ও রাসূলদের পর সর্ব শ্রেষ্ঠ মানুষ। মহান আল্লাহ্ স্বীয় জ্ঞান দ্বারা তাঁর রাসূলের সাথী হিসাবে তাঁদেরকে নির্বাচন করেছেন।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((لَا تَسُبُّوا أَصْحَابِي لَا تَسُبُّوا أَصْحَابِي فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ أَنْفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا مَا أَدْرَكَ مُدَّ أَحَدِهِمْ وَلَا نَصِيفَهُ)) رواه البخاري ومسلم ٣٦٧٣-٢٥٤٠

আবূ হুরাইরা ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "তোমরা আমার সাহাবীদেরকে গালি দিও না, তোমরা আমার সাহাবীদেরকে গালি দিও না। সেই সত্তার শপথ! যাঁর হাতে আমার প্রাণ, তোমাদের কেউ যদি ওহুদ পাহাড় সমান সোনা ব্যয় করে, তবুও তাঁদের (নেকীর) এক মুদ্দ (৫৬০ গ্রাম), বরং অর্ধমুদ্দ সমপরিমাণেও পৌঁছাতে পারবে না।" (বুখারী৩৬৭৩-মুসলিম ২৫৪০)

* রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পরিবারের নেক লোকদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করো না। কারণ, তাঁদের প্রতি ভালোবাসা পোষণ করা দ্বীনি ব্যাপার এবং তাঁদের সম্মান করা আক্বীদাগত বিষয়। তবে তাঁদের প্রতি

ভালোবাসায় বাড়াবাড়ি এবং তাঁদের সম্মানে সীমালঙ্ঘন করা যাবে না।

عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ الخُدرِيِّ ﷺقَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: ((وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ لَا يُبْغِضُنَا أَهْلَ الْبَيْتِ أَحَدٌ إِلاَّ أَدْخَلَهُ اللهُ النَّارَ)) الحاكم وابن حبان وانظر: السلسلة الصحيحة ٢٤٨٨

আবূ সাঈদ খুদরী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "আমার আহলে-বায়তের প্রতি যে ব্যক্তি বিদ্বেষ পোষণ করে, তাকে আল্লাহ জাহান্নামে প্রবেশ করাবেন।" (হাকেম, ইবনে হিব্বান, সিলসিলা সাহীহা ২৪৮৮)

* মুসলিমদের কোন ব্যক্তিকে অকাট্য প্রমাণ ছাড়া ফাসেক্ব বলো না।

عَنْ أَبِي ذَرٍّ ﷺ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺيَقُولُ: ((لَا يَرْمِي رَجُلٌ رَجُلًا بِالْفُسُوقِ، وَلَا يَرْمِيهِ بِالْكُفْرِ، إِلَّا ارْتَدَّتْ عَلَيْهِ إِنْ لَمْ يَكُنْ صَاحِبُهُ كَذَلِكَ)) رواه البخاري

আবূ যার ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি নবী করীম ﷺকে বলতে শুনেছেন, তিনি বলেছেন, "কোন ব্যক্তি যেন অন্য কোন ব্যক্তিকে ফাসেক্ব এবং কাফের না বলে। কেননা, সে যদি প্রকৃতই তা না হয়ে থাকে, তবে এই অপবাদ তার নিজের ঘাড়ে চাপবে।" (বুখারী ৬০৪৫)

* কোন মুসলিমকে 'আল্লাহর দুশমন' বলো না।

عَنْ أَبِي ذَرٍّ ﷺ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: ((لَيْسَ مِنْ رَجُلٍ ادَّعَى لِغَيْرِ أَبِيهِ وَهُوَ

يَعْلَمُهُ إِلَّا كَفَرَ، وَمَنْ ادَّعَى مَا لَيْسَ لَهُ فَلَيْسَ مِنَّا وَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، وَمَنْ دَعَا رَجُلًا بِالْكُفْرِ أَوْ قَالَ: عَدُوَّ اللهِ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ إِلَّا حَارَ عَلَيْهِ)) مسلم ٦١

আবূ যার ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺকে বলতে শুনেছেন, তিনি বলেছেন, "জেনে-শুনে যে ব্যক্তি অপর বাপকে বাপ বলে, সে কুফূর করে। আর যে নিজেকে এমন বংশের বলে দাবী করে যে বংশের সে নয়, তার আমাদের সাথে কোনই সম্পর্ক নেই এবং সে যেন তার ঠিকানা জাহান্নামে বানিয়ে নেয়। আর যে কোন ব্যক্তিকে কাফের বলে অথবা আল্লাহর দুশমন বলে অথচ সে এ রকম নয়, তবে তা তারই উপর বর্তায়।" (মুসলিম ৬১)

* যদি এ রকম হয়, তবে আমি ইসলাম হতে সম্পর্কহীন, এ কথা বলো না। অনুরূপ মানুষের এই ধরনের বলাও ঠিক নয় যে, এ রকম হলে, আমি ইয়াহুদী অথবা খ্রীষ্টান।

عَنْ بُرَيْدَةَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ((مَنْ قَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِنَ الْإِسْلَامِ، فَإِنْ كَانَ كَاذِبًا فَهُوَ كَمَا قَالَ، وَإِنْ كَانَ صَادِقًا لَمْ يَعُدْ إِلَى الْإِسْلَامِ سَالِمًا)) صحيح سنن النسائي وصحيح سنن ابن ماجة ٣٥٣٢-١٧٠٧

বুরাইদা ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "যে বললো, আমি ইসলাম হতে সম্পর্কহীন, সে যদি তার কথায় মিথ্যাবাদী হয়, তবে সে তা-ই যা বলেছে, নচেৎ যদি সে তার কথায় সত্যবাদী হয়, তাহলে সে নিখুঁতভাবে ইসলামে ফিরে আসবে না।" (সহীহ সুনানে নাসায়ী ৩৫৩২ সহীহ সুনানে ইবনে মাজা ১৭০৭)

* কোন কাফের অথবা মুনাফেক্ব কিংবা ফাসেক্ব বা পাপ প্রকাশ করে এমন ব্যক্তিকে সায়্যেদ (তথা সম্মান সূচক শব্দ যেমন, জনাব, মাহাদয় বা স্যার ইত্যাদি) বলো না।

عَنْ بُرَيْدَةَ ﷺقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((لَا تَقُولُوا لِلْمُنَافِقِ سَيِّدٌ فَإِنَّهُ إِنْ يَكُ سَيِّدًا فَقَدْ أَسْخَطْتُمْ رَبَّكُمْ عَزَّ وَجَلَّ)) صحيح سنن أبي داود ٤١٦٣ و صحيح الأدب المفرد ٧٦٠

বুরাইদা ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "তোমরা মুনাফেক্বকে সায়্যেদ (তথা সম্মান সূচক শব্দ যেমন, জনাব, মাহাদয় বা স্যার ইত্যাদি) বলো না। কারণ, সে যদি তোমাদের সায়্যেদ হয়, তাহলে তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে অসন্তুষ্ট করবে।" (সহীহ সুনানে আবূ দাউদ ৪১৬৩, সহীহ আদাবুল মুফরাদ ৭৬০)

* আল্লাহর দ্বীনে নতুন কোন কিছু উদ্ভাবন করো না। কারণ, ইবাদতের মূল হলো না করা, যতক্ষণ না (করার ব্যাপারে) কুরআন ও সহীহ হাদীসে থেকে শরয়ী দলীল থাকবে। বিদআত করো না, বরং (কিতাব ও সুন্নতের) অনুসরণ করাই তোমার জন্য যথেষ্ট হবে। মুহাম্মাদ ﷺ-এর শিক্ষাই হলো তোমার জন্য যথেষ্ট। তা হলো সর্বোত্তম শিক্ষা। আর (দ্বীনে) প্রত্যেক নব উদ্ভাবিত জিনিসই হলো বিদআত। প্রত্যেক বিদআতই হলো ভ্রষ্ট এবং প্রত্যেক ভ্রষ্টের ঠিকানা হলো, জাহান্নাম।

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ فِيهِ فَهُوَ رَدٌّ)) البخاري ومسلم٢٦٩٧-١٧١٨

আয়েশা (রাযীআল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "যে ব্যক্তি আমাদের দ্বীনে নতুন কিছু আবিষ্কার করে যা দ্বীনের অন্তর্ভুক্ত নয়, তার সে কাজ প্রত্যাখ্যাত হয়।" (বুখারী ২৬৯৭-মুসলিম ১৭১৮)

* মানুষের জন্য মহান আল্লাহর দ্বীনে মন্দ কাজের প্রচলন করো না। কেননা, এ কাজ করলে তার পাপ এবং কিয়ামত পর্যন্ত যে এই মন্দ সুন্নতের উপর আমল করবে, তার পাপও তোমার উপর চাপবে।

عَنْ جَرِيرٍ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ((مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً فَعُمِلَ بِهَا بَعْدَهُ، كُتِبَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ مَنْ عَمِلَ بِهَا وَلَا يَنْقُصُ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْءٌ، وَمَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً فَعُمِلَ بِهَا بَعْدَهُ، كُتِبَ عَلَيْهِ مِثْلُ وِزْرِ مَنْ عَمِلَ بِهَا وَلَا يَنْقُصُ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْءٌ)) مسلم ١٠١٧

জারীর ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "যে ব্যক্তি ইসলামে কোন ভালো (প্রমাণিত) সুন্নতকে চালু করলো, আর সে সুন্নতের উপর আমল করাও আরম্ভ হলো, তার জন্য (বা তার নেকীর খাতায়) আমলকারীদের ন্যায় নেকী লিখে দেওয়া হবে, তবে আমলকারীদের নেকী থেকে কোন কিছু কম করা হবে না। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি ইসলামে কোন মন্দ কাজ চালু করলো এবং

পরে সেই কাজের উপর আমল করা শুরু হলো, তার উপর আমলকারীদের ন্যায় গুনাহ চাপানো হবে, তবে আমলকারীদের পাপগুলো থেকে কিছু কম করা হবে না।" (মুসলিম ১০১৭)

* কুরআনে কারীম এবং পবিত্র সুন্নাহর সাথে জ্ঞান ছাড়াই কেবল তোমার মতের আলোকে ঝগড়া করো না এবং প্রমাণ করে এমন ভিত্তি ও সালাফদের উক্তি ব্যতীত কুরআন ও হাদীসের কোন বিশেষ অর্থ বর্ণনা করো না।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ((الْمِرَاءُ فِي الْقُرْآنِ كُفْرٌ)) صحيح سنن أبي داود ٣٨٤٧

আবূ হুরাইরা ﷺ নবী করীম ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন, "কুরআনের ব্যাপারে ঝগড়া করা কুফ্‌রি।" (সহীহ সুনানে আবূ দাউদ ৩৮৪৭)

* এমন জিনিসের পিছনে পড়ো না যে বিষয়ে তোমার জ্ঞান নেই। কারণ, এতে তুমি আল্লাহর ব্যাপারে এমন কথা বলে ফেলতে পারো যা যথাযথ নয়। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

﴿وَلا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُولاً﴾ (الاسراء:٣٦)

"যে বিষয়ে তোমার কোন জ্ঞান নেই, তার পিছনে পড়ো না। নিশ্চয় কান, চক্ষু ও অন্তঃকরণ এদের প্রত্যেকটিই জিজ্ঞাসিত হবে।" (সূরা ইসরাঃ ৩৬)

* আল্লাহর প্রতি মিথ্যা আরোপ করো না। কারণ, আল্লাহর প্রতি মিথ্যা অপবাদ তারাই আরোপ করে যারা ঈমান আনে না। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

﴿ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللهِ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوىً لِلْمُتَكَبِّرِينَ ﴾ (الزمر:٦٠)

"যারা আল্লাহর প্রতি মিথ্যা আরোপ করে, কিয়ামতের দিন তুমি তাদের চেহারা কাল দেখবে। অহংকারীদের আবাসস্থল জাহান্নাম নয় কি?" (সূরা যুমারঃ ৬০)

* রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রতি মিথ্যা আরোপ করো না। তাই এমন কোন জিনিসকে তাঁর নামে চালিয়ে দিও না, যা তিনি বলেন নি বা করেন নি।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ ((مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ))

البخاري ومسلم ١١٠-٣)

আবূ হুরাইরা ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে আমার উপর মিথ্যা আরোপ করে, সে যেন তার ঠিকানা জাহান্নামে বানিয়ে নেয়।" (বুখারী ১১০-মুসলিম ৩)

* আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নির্দেশের উপর অন্য কারো নির্দেশকে, মতকে, হুকুমকে অথবা কথা ও জ্ঞানকে প্রাধান্য দিও না। কেননা, অগ্র ও পশ্চাতের সব ব্যাপার আল্লাহর হাতে। তিনি যা করেন, সে

সম্পর্কে তিনি জিজ্ঞাসিত হবেন না, কিন্তু অন্যদের জিজ্ঞাসা করা হবে। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللهِ وَرَسُولِهِ وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾ (الحجرات:١)

"হে মু'মিনগণ! তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সামনে অগ্রগামী হয়ো না এবং আল্লাহকে ভয় করো। নিশ্চয় আল্লাহ সবকিছু শুনেন ও জানেন।" (সূরা হুজরাতঃ ১)

* আল্লাহর দ্বীনের বিধি-বিধানের মধ্যে কেবল সেগুলোকেই তুমি নির্বাচন ক'রে গ্রহণ করো না, যা তোমার প্রবৃত্তির সাথে মিলে যায় এবং যা তোমার ইচ্ছার অনুবর্তী হয়। আর অবশিষ্টগুলো তোমার ইচ্ছার বিপরীত হওয়ার কারণে বর্জন করো। কেননা, দ্বীন সামগ্রিক তা ভাগাভাগি হয় না। অতএব কিতাবের কেবল কিছু অংশের উপর ঈমান আনো না এবং কিছু অংশকে অস্বীকার করো না। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ ﴾ (البقرة:٢٠٨)

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা পরিপূর্ণভাবে ইসলামের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাও এবং শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না। নিশ্চিতভাবে সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।" (সূরা বাক্বারাঃ ২০৮)

* মুহাম্মাদ ﷺ-এর তাঁর প্রতিপালকের কাছ থেকে আনীত দ্বীনি কোন বিষয়কে তোমার সীমিত বোধের অথবা প্রকৃত নয় এমন

মতবাদের আলোকে প্রত্যাখ্যান করো না। কারণ, আক্ল (জ্ঞান) ও নক্ল(দ্বীন)এর মধ্যে কোন বিরোধ নেই। অনুরূপ দ্বীনের স্পষ্ট উক্তি এবং সুস্থ বিবেকের মধ্যেও কোন দ্বন্দ্ব নেই। যদি তাদের মধ্যে কোন বিরোধ রয়েছে বলে মনে হয়, তবে নাক্ল (দ্বীন)ই আক্ল (জ্ঞান)-এর উপর প্রাধান্য পাবে। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ ﴾ (الحج:٦٢)

"এটা এ কারণেও যে, আল্লাহই সত্য, আর তাঁর পরিবর্তে তারা যাকে ডাকে, তা অসত্য এবং আল্লাহই সবার উচ্চে মহান।" সূরা হাজ্জঃ ৬২)

* তুমি দ্বীনের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করো না। অতএব নিজের উপর (দ্বীনের) এমন জিনিস চাপিয়ে নিও না, যা করার তোমার ক্ষমতা নেই। অথবা এমন জিনিসের ইচ্ছা করো না, যার উপর তোমার কোন শক্তি নেই। কারণ, দ্বীন অতি সহজ জিনিস। তাই দ্বীনের ব্যাপারে সহজ পন্থা অবলম্বন করো।

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((إِيَّاكُمْ وَالْغُلُوَّ فِي الدِّينِ، فَإِنَّمَا أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ الْغُلُوُّ فِي الدِّينِ)) صحيح سنن النسائي ٢٨٦٣

ইবনে আব্বাস (রাযীআল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "খবরদার! দ্বীনের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করো না। কারণ, দ্বীনের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করাই তোমাদের পূর্বেকার লোকদের ধ্বংস করেছে।" (সহীহ সুনানে নাসায়ী ২৮৬৩)

* দ্বীনের ব্যাপারে কঠোর পন্থা অবলম্বন ক'রে এবং তার সঠিক বাস্তবায়ন না ক'রে তার প্রতি মানুষের ঘৃণার সৃষ্টি করো না।

عَنْ أَبِي مُوسَى ﷺ قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله ﷺ إِذَا بَعَثَ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِهِ فِي بَعْضِ أَمْرِهِ قَالَ: ((بَشِّرُوا وَلَا تُنَفِّرُوا وَيَسِّرُوا وَلَا تُعَسِّرُوا)) مسلم ١٧٣٢

আবূ মুসা ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর সাহাবীর মধ্য থেকে কাউকে কোন অভিযানে পাঠাতেন, তখন তাঁকে এইভাবে নসীহত করতেন যে, "সুসংবাদ দিও এবং ঘৃণার জন্ম দিও না। সহজ পন্থা অবলম্বন করো এবং কঠোরতা অবলম্বন করো না।" (মুসলিম ১৭৩২)

* যুগকে গালি দিও না। কারণ, এতে সেই আল্লাহকে কষ্ট দেওয়া হয়, যিনি যুগকে সৃষ্টি করেছেন, তাকে অনুগত বানিয়েছেন, এবং তার মধ্যে সমস্ত ভাগ্য নির্ধারণ করেছেন ও তাতে কর্মসমূহ সম্পাদন করেছেন।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ((لَا تَسُبُّوا الدَّهْرَ فَإِنَّ اللهَ هُوَ الدَّهْرُ)) مسلم ٢٢٤٦

আবূ হুরাইরা ﷺ নবী করীম ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন, "যুগকে গালি দিও না, কারণ আল্লাহই হলেন যুগের বিবর্তনকারী।" (মুসলিম২২৪৬) অন্য আর একটি বর্ণনায় এসেছে,

قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: ((قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: يُؤْذِينِي ابْنُ آدَمَ يَسُبُّ الدَّهْرَ وَأَنَا

الدَّهْرُ، بِيَدِي الأَمْرُ أُقَلِّبُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ)) البخاري ٤٨٢٦

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, মহান আল্লাহ্ বলেছেন, "আদম সন্তান আমাকে কষ্ট দেয়। তারা যুগকে গালি দেয় অথচ যুগের বিবর্তনকারী আমিই। আমার হাতেই সমস্ত ব্যাপার। আমিই দিন ও রাতের পরিবর্তন ঘটাই।" (বুখারী ৪৮২৬)

*মুশরিকদের উপাস্যদের গালি দিও না। যাতে তারা যেন আল্লাহকে গালি না দেয়। মহান আল্লাহ্ বলেন,

﴿ وَلا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللهِ فَيَسُبُّوا اللهَ عَدْواً بِغَيْرِ عِلْمٍ ﴾

(الأنعام: ١٠٨)

"তোমরা তাদেরকে মন্দ বলো না, যাদের তারা উপাসনা করে আল্লাহকে বাদ দিয়ে। তাহলে তারা ধৃষ্টতা করে অজ্ঞতাবশতঃ আল্লাহকে মন্দ বলবে।" (সূরা আন্আমঃ ১০৮)

* জাহেলিয়্যাতের মত ডাক পেড়ো না। যেমন, বংশ, দল, দেশ এবং জাতিগত পক্ষপাতিত্বের ভিত্তিতে ডাক পাড়া। কারণ, ইসলাম জাহেলী দলগুলোর সাথে সম্পর্ক এবং জাতিগত বর্ণ-বৈষম্যের ভিত্তিতে ডাক-হাঁককে হারাম করেছে।

قَالَ رَسُولَ اللهِ ﷺ : ((لَيْسَ مِنَّا مَنْ دَعَا إِلَى عَصَبِيَّةٍ، وَلَيْسَ مِنَّا مَنْ قَاتَلَ عَلَى عَصَبِيَّةٍ، وَلَيْسَ مِنَّا مَنْ مَاتَ عَلَى عَصَبِيَّةٍ)) أبو داود، ٥١٢١، قال الألباني:ضعيف

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "সে আমার উম্মতের অন্তর্ভুক্ত নয়, যে পক্ষপাতিত্বের ডাক দেয়। সেও আমার উম্মতের অন্তর্ভুক্ত নয়, যে

পক্ষপাতিত্বের ভিত্তিতে লড়াই করে এবং সেও আমার উম্মতের অন্তর্ভুক্ত নয়, যে পক্ষপাতিত্বের উপর মৃত্যু বরণ করে।" (সুনানে আবূ দাউদ, আল্লামা আলবানী (রহঃ) হাদীসটিকে দুর্বল বলেছেন। দ্রষ্টব্যঃ সুনানে আবূ দাউদঃ ৫১২১)

* এই বিশ্বাস করো না যে, ইসলামের প্রসার সংকীর্ণ হয়ে পড়বে এবং তা ধ্বংস হয়ে যাবে। বরং আল্লাহর এই দ্বীন সাহায্য প্রাপ্ত দলের তুলে ধরার মাধ্যমে সব সময় প্রতিষ্ঠিত থাকবে। তাদের সঙ্গ ত্যাগকারীরা তাদের কোন ক্ষতি সাধন করতে পারবে না। আর এ দ্বীন অবশ্যই সেখান পর্যন্ত পৌঁছে যাবে, যেখান পর্যন্ত পৌঁছেছে চাঁদ ও সূর্যের আলো। আল্লাহ তাঁর কাজে প্রবল। তাঁর মু'মিন বান্দাদের মধ্যে যে তাঁর (দ্বীনের) সাহায্য করবে, তাকে তিনি অবশ্যই সাহায্য করবেন। আর সুপরিণাম তো আল্লাহভীরুদের জন্যই।

عَنْ ثَوْبَانَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ ﷺ : ((إِنَّ اللهَ زَوَى لِي الأَرْضَ، فَرَأَيْتُ مَشَارِقَهَا وَمَغَارِبَهَا، وَإِنَّ أُمَّتِي سَيَبْلُغُ مُلْكُهَا مَا زُوِيَ لِي مِنْهَا)) مسلم ٢٨٨٩

সাওবান ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "অবশ্যই আল্লাহ আমার জন্য জমিনকে গুটিয়ে দেন। ফলে আমি তার পূর্বের ও পশ্চিমের শেষ প্রান্ত পর্যন্ত দেখেছি। আর আমার উম্মতের রাজত্ব সে পর্যন্ত প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে, যে পর্যন্ত জমিন আমার জন্য গুটিয়ে দেওয়া হয়েছে।" (মুসলিম ২৮৮৯)

* এই বিশ্বাস করো না যে, ইসলামই হলো মুসলিমদের অবনতি এবং তাদের পিছিয়ে পড়ার কারণ। বরং সত্যিকারে তাদের অবনতির কারণ হলো, দ্বীন থেকে তাদের দূরে সরে পড়া, তাদের প্রতিপালকের

নিয়ম-নীতি পরিহার করা এবং শক্তি-সামর্থ্য ও নেতৃত্বদানের উপায়-উপকরণগুলো গ্রহণ না করা। আর এই উম্মতের পরের লোকেরা কেবল সেই জিনিসের দ্বারাই সফল হতে পারে, যে জিনিসের দ্বারা সফল হয়েছিল এদের পূর্বের লোকেরা। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ وَعَدَ اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْناً يَعْبُدُونَنِي لا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئاً وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴾ (النور:٥٥)

"তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকর্ম করেছে, তাদেরকে আল্লাহ ওয়াদা দিয়েছেন যে, তাদেরকে অবশ্যই পৃথিবীতে শাসনকর্তৃত্ব দান করবেন। যেমন তিনি শাসনকর্তৃত্ব দান করেছিলেন তাদের পূর্বেকার লোকদেরকে এবং তিনি অবশ্যই সুদৃঢ় করে দিবেন তাদের সেই দ্বীনকে, যা তিনি তাদের জন্য পছন্দ করেছেন এবং ভয়-ভীতির পরিবর্তে অবশ্যই তাদেরকে নিরাপত্তা দান করবেন। তারা যেন আমার ইবাদত করে এবং আমার সাথে কোন কিছুকে যেন শরীক না করে। এরপর যারা অকৃতজ্ঞ হবে, তারাই অবাধ্য।" (সূরা নূরঃ ৫৫)

* আল্লাহর অলি তাঁর দ্বীনের প্রতি আহ্বানকারী এবং তাঁর হয়ে প্রতিরোধকারী ও তাঁর সমর্থকদের হয়ে খন্ডনকারীদের সাথে শত্রুতা পোষণ করো না।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((إِنَّ اللهَ قَالَ: مَنْ عَادَى لِي وَلِيًّا فَقَدْ آذَنْتُهُ بِالْحَرْبِ...)) البخاري ٦٥٠٢

আবূ হুরাইরা ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "অবশ্যই আল্লাহ বলেন, যে ব্যক্তি আমার কোন অলির সাথে শত্রুতা পোষণ করে, তার সাথে আমি যুদ্ধের ঘোষণা দিয়েছি।" (বুখারী ৬৫০২)

* আল্লাহর নেক বান্দাদের 'কারামাত' (শরিয়ত সম্মত অলৌকিক কর্মকান্ড)কে অস্বীকার করো না। তবে শর্ত হলো, তা যেন শরীয়ত অনুবর্তী হয়। সেই সাথে শয়তানের খেল-তামাশা থেকে এবং বিশ্ব প্রতিপালকের পক্ষ হতে প্রাপ্ত 'কারামাত'এর মধ্যে ও ফাসেক্ব, বিদআতী এবং দ্বীনের গন্ডি থেকে বহির্ভূত ব্যক্তিদের প্রলুব্ধকারী জিনিসের মধ্যে মিশ্রিত করণের ব্যাপারে সতর্ক থাকাও ওয়াজিব। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾ (يونس:٦٢)

"মনে রেখো, যারা আল্লাহর বন্ধু, তাদের না কোন ভয়-ভীতি আছে, না তারা চিন্তিত হবে।" (সূরা ইউনুসঃ ৬২)

* তুমি তোমার অন্তরে কোন মুসলিমের প্রতি ঘৃণা ও বিদ্বেষ পোষণ করো না। তবে তার পাপকে ঘৃণা করা ওয়াজিব।

عَنْ أَنَسٍ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: ((لَا تَبَاغَضُوا وَلَا تَحَاسَدُوا وَلَا تَدَابَرُوا وَكُونُوا عِبَادَ اللهِ إِخْوَانًا، وَلَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ)) البخاري-مسلم

٢٥٦٣-٦٠٦٥

আনাস ﷺ থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "তোমরা একে অপরকে ঘৃণা করো না। আপসে বিদ্বেষ পোষণ করো না এবং পারস্পরিক সম্পর্ক ছিন্ন করো না। আল্লাহর বান্দারা ভাই ভাই হয়ে থাকো। কোন মুসলিমের জন্য তার কোন মুসলিম ভাইকে তিন দিনের বেশী বিছিন্ন করে রাখা বৈধ নয়।" (বুখারী ৬০৬৫-মুসলিম ২৫৬৩)

* মুসলিমদের সাথে যুদ্ধ করো না এবং তাদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করো না। তবে বিদ্রোহ করার কারণে যদি তাদের সাথে যুদ্ধ করা নির্ধারিত হয়ে যায় এবং তাদের অনিষ্টকে রোধ করার যুদ্ধ ছাড়া অন্য কোন নিম্নপর্যায়ের উপায় না থাকে, এ মতাবস্থায় তাদের সাথে যুদ্ধ করা যাবে।

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ ﷺ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: ((سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ وَقِتَالُهُ كُفْرٌ))

البخاري ومسلم ٤٨-٦٤

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ ﷺ থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, "মুসলিমকে গালি দেওয়া ফাসেকী কাজ এবং তার সাথে যুদ্ধ করা কুফ্‌রি।" (বুখারী ৪৮-মুসলিম ৬৪)

* মুসলিমদের দল ও তাদের ইমাম (নেতা, শাসক) থেকে পৃথক হয়ো না। কারণ, আল্লাহর হাত জামাআতের সাথে থাকে। দলবদ্ধ হয়ে থাকা রহমত এবং বিচ্ছিন্নতা হলো আজাব।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: ((مَنْ خَرَجَ مِنَ الطَّاعَةِ وَفَارَقَ الْجَمَاعَةَ فَمَاتَ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً)) البخاري ةمسلم ٧٠٥٤-١٨٤٨

আবূ হুরাইরা ﷺ নবী করীম ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন, "যে ব্যক্তি আনুগত্য থেকে বের হয়ে যায় এবং দল থেকে পৃথক হয়ে যায় আর এই অবস্থায় যদি তার মৃত্যু হয়ে যায়, তবে সে মৃত্যু হবে জাহেলিয়্যাতের মৃত্যু।" (বুখারী৭০৫৪-মুসলিম ১৮৪৮)

* মুসলিমদের শাসকের বিরুদ্ধে ততক্ষণ পর্যন্ত বিদ্রোহ ঘোষণা করো না অথবা কোন ব্যাপারে তার সাথে বিতর্কে লিপ্ত হয়ো না, যতক্ষণ না স্পষ্ট কুফ্‌রি দেখবে। আর এ কুফ্‌রি যেন কোন বাজে অপব্যাখ্যা অথবা অস্বীকারকারী অন্তরের ভিত্তিতে না হয়, বরং এ কুফ্‌রির ব্যাপারে তোমার কাছে থাকতে হবে (শরীয়তের) অকাট্য দলিল। আর সেই সাথে কোন ফ্যাসাদ ছাড়াই এই বিদ্রোহকে সামাল দেওয়ার মত শক্তিও থাকতে হবে।

عَنْ عُبَادَة بن الصامِتِ ﷺ قَالَ: ((بَايَعْنَا رَسُوْلَ الله ﷺ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي مَنْشَطِنَا وَمَكْرَهِنَا وَعُسْرِنَا وَيُسْرِنَا وَأَثَرَةٍ عَلَيْنَا وَأَنْ لَا نُنَازِعَ الأَمْرَ أَهْلَهُ قَالَ إِلَّا أَنْ تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا عِنْدَكُمْ مِنَ الله فِيهِ بُرْهَانٌ، وَعَلَى أَنْ نَقُولَ بِالْحَقِّ حَيْثُمَا كُنَّا لَا نَخَافُ فِي الله لَوْمَةَ لَائِمٍ)) البخاري ومسلم ٧٠٥٦-١٧٠٩

উবাদা ইবনে সামিত ﷺ বলেন, "আমরা বিপদ-আপদ, সহজ-কঠিন এবং আমাদের উপর অন্যাকে প্রাধান্য দেওয়া হলে তখন,

সর্বাবস্থায় নেতার আদেশ শোনার ও তার আনুগত্য করার উপর রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে শপথ (বায়া'ত) করলাম। আর শপথ করলাম যে, যোগ্য উপযুক্ত নেতার সাথে কোন প্রকার দ্বন্দ্বে লিপ্ত হবো না। তিনি বললেন, তবে যদি স্পষ্ট শরীয়ত বিরোধী কোন কাজ করতে দেখো, যে সম্পর্কে তোমাদের নিকট আল্লাহর পক্ষ থেকে দলীল-প্রমাণ আছে। আর যেখানেই থাকবো উচিত কথা বলবো আল্লাহর ব্যাপারে কোন তিরস্কারকারীর তিরস্কারকে ভয় করবো না" (বুখারী ৭০৫৬-মুসলিম ১৭০৯)

* স্রষ্টার অবাধ্যে কোন সৃষ্টির আনুগত্য করো না। কারণ, আনুগত্য কেবল ভালো কাজে হয়।

عَنْ عَبْدِ اللهِ بن مَسْعُوْدٍ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ((السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ، مَا لَمْ يُؤْمَرْ بِمَعْصِيَةٍ، فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ))

البخاري ومسلم ٧١٤٤-١٨٤٠

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ ﷺ নবী করীম ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন, "মুসলিম ব্যক্তির দায়িত্ব হলো শোনা এবং আনুগত্য করা। যা সে পছন্দ করে, সে ব্যাপারেও এবং যা সে অপছন্দ করে, সে ব্যাপারেও। যতক্ষণ না তাকে অবাধ্যতা করার নির্দেশ দেওয়া হবে। যখন অবাধ্যতা করার নির্দেশ দেওয়া হবে, তখন শুনবেও না, আনুগত্যও করবে না। (বুখারী ৭১৪৪-মুসলিম ১৮৪০)

* তোমার আমলগুলো লোককে দেখানো অথবা শুনানোর জন্য করো না। কারণ, তারা তোমার হয়ে আল্লাহ কাছে কিছুই করতে

পারবে না। বরং এটা (দেখানো) আমল নষ্ট করে দিবে এবং গুনাহ ওয়াজিব করবে ও নেকী বরবাদ করে দিবে। কেননা, মহান আল্লাহ আমলের মধ্যে কেবল সেই আমলকেই কবুল করেন, যা তাঁরই সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে এবং শরীয়তের সঠিক পদ্ধতিতে সম্পাদিত হয়। মহান আল্লাহ্ বলেন,

﴿ فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلاً صَالِحاً وَلا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَداً﴾ (الكهف: ١١٠)

"যে ব্যক্তি তার পালনকর্তার সাক্ষাৎ কামনা করে, সে যেন সৎকর্ম সম্পাদন করে এবং তার পালনকর্তার ইবাদতে যেন কাউকে শরীক না করে।" (সূরা কাহ্‌ফঃ ১১০)

* লোক মহলে তুমি তোমার পাপকে প্রকাশ করো না। বরং আল্লাহ যেহেতু গোপন রাখেন, অতএব তুমিও গোপন রাখো এবং প্রত্যেক পদস্খলন ও ত্রুটি থেকে তাঁর কাছে তাওবা করো।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: ((كُلُّ أُمَّتِي مُعَافًى إِلَّا الْمُجَاهِرِينَ، وَإِنَّ مِنَ الْمُجَاهَرَةِ أَنْ يَعْمَلَ الرَّجُلُ بِاللَّيْلِ عَمَلًا، ثُمَّ يُصْبِحَ وَقَدْ سَتَرَهُ اللهُ عَلَيْهِ، فَيَقُولَ: يَا فُلَانُ، عَمِلْتُ الْبَارِحَةَ كَذَا وَكَذَا، وَقَدْ بَاتَ يَسْتُرُهُ رَبُّهُ وَيُصْبِحُ يَكْشِفُ سِتْرَ اللهِ عَنْهُ)) البخاري ومسلم ٦٠٦٩-٢٩٩٠

আবূ হুরাইরা ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, "পাপ প্রকাশকারী ব্যতীত আমার উম্মতের সকলকে ক্ষমা করা হবে। আর পাপ প্রকাশ করার

মধ্যে এটাও যে, কোন ব্যক্তি রাতে কোন পাপ করে, যা আল্লাহ্ তার জন্য গোপন রাখেন, কিন্তু সে সকাল হলে বলে, হে অমুক! আমি আজ রাতে এই এই কাজ করেছি। অথচ সে রাত্রি অতিবাহিত করে যখন আল্লাহ তার পাপ গোপন রাখেন। কিন্তু সকাল হলে সে নিজে আল্লাহর এই গোপন রহস্যকে প্রকাশ করে দেয়।" (বুখারী ৬০৬৯- মুসলিম ২৯৯০)

* আল্লাহকে তোমার প্রতি লক্ষ্য রাখার ব্যাপারে এবং তোমার সব কিছু জ্ঞাত থাকার ব্যাপারে নগণ্য ও তুচ্ছ মনে করো না। বরং তাঁকে লজ্জা করো। কেননা, তিনি প্রত্যেক ব্যাপারে জ্ঞাত।

عَنْ ثَوْبَانَ ﷺ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ((لَأَعْلَمَنَّ أَقْوَامًا مِنْ أُمَّتِي يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِحَسَنَاتٍ أَمْثَالِ جِبَالِ تِهَامَةَ بِيضًا، فَيَجْعَلُهَا اللهُ عَزَّ وَجَلَّ هَبَاءً مَنْثُورًا)) قَالَ ثَوْبَانُ: يَا رَسُولَ اللهِ! صِفْهُمْ لَنَا، جَلِّهِمْ لَنَا، أَنْ لَا نَكُونَ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَا نَعْلَمُ، قَالَ: ((أَمَا إِنَّهُمْ إِخْوَانُكُمْ وَمِنْ جِلْدَتِكُمْ، وَيَأْخُذُونَ مِنَ اللَّيْلِ كَمَا تَأْخُذُونَ، وَلَكِنَّهُمْ أَقْوَامٌ إِذَا خَلَوْا بِمَحَارِمِ اللهِ انْتَهَكُوهَا)) صحيح سنن ابن ماجة ٣٤٢٣

সাওবান ﷺ নবী করীম ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন, "আমি অবশ্যই আমার উম্মতের এমন সম্প্রদায় সম্পর্কে জানি, যারা কিয়ামতের দিন তিহামার সাদা পাহাড়ের সমান নেকী নিয়ে আগমন করবে, কিন্তু আল্লাহ তাদের নেকীগুলোকে ধূলিকণার ন্যায় উড়িয়ে দিবেন।" সাওবান ﷺ বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! তাদের পরিচয় কি আমাদেরকে পরিষ্কার করে বলুন। যাতে অজ্ঞতার কারণে যেন আমরা তাদের অন্তর্ভুক্ত না হয়ে যাই। তখন

রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, "শোন, তারা তোমাদেরই ভাই এবং তোমাদেরই বংশের। তোমরা রাতে যেমন ইবাদত করো, তারাও তেমনি করবে, কিন্তু তারা এমন সম্প্রদায় যে, আল্লাহর হারাম কোন জিনিসের সাথে নির্জনে হলে, সে হারাম কাজ করে বসে।" (ইবনে মাজাহ ৩৪২৩)

* আল্লাহকে অসন্তুষ্ট করে মানুষের সন্তুষ্টি কামনা করো না। বরং তুমি আল্লাহর ব্যাপারকে অন্যের ব্যাপারের উপর প্রাধান্য দিবে। কারণ, আল্লাহ প্রত্যেক ব্যক্তি থেকে তোমাকে অমুখাপেক্ষী করে দিবেন। কিন্তু অন্য কেউ তোমাকে আল্লাহ থেকে অমুখাপেক্ষী করতে পারবে না।

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: ((مَنْ الْتَمَسَ رِضَا اللهِ بِسَخَطِ النَّاسِ كَفَاهُ اللهُ مُؤْنَةَ النَّاسِ، وَمَنْ الْتَمَسَ رِضَا النَّاسِ بِسَخَطِ اللهِ وَكَلَهُ اللهُ إِلَى النَّاسِ)) صحيح سنن الترمذي ١٩٦٧

আয়েশা (রাযীআল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "যে মানুষ অসন্তুষ্ট হলেও আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা করে, তার উপর মানুষের কষ্টের জন্য আল্লাহই যথেষ্ট হোন। কিন্তু যে আল্লাহকে অসন্তুষ্ট করে মানুষের সন্তুষ্টি কামনা করে, তাকে আল্লাহর মানুষের উপরই নির্ভরশীল বানিয়ে দেন।" (সহীহ সুনানে তিরমিযী ১৯৬৭)

* পাপ কত ক্ষুদ্র সেদিকে লক্ষ্য করো না, বরং যাঁর অবাধ্যতা করছো, তিনি কত মহান সেদিকে লক্ষ্য করো। তিনি হলেন, বিশ্বের প্রতিপালক আল্লাহ তা'য়ালা। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا﴾ (نوح:١٣)

"তোমাদের কি হলো যে, তোমরা আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব আশা করছো না।" (সূরা নূহঃ ১৩)

* তোমার দুনিয়ার জীবনকেই কেবল সব কিছুর লক্ষ্য-উদ্দেশ্য বানাইও না। সেটাই যেন তোমার বড় আশা এবং জ্ঞানের লক্ষ্য না হয়। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ، أُولَئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ (هود:١٥-١٦)

"যারা পার্থিব জীবন ও তার চাকচিক্য কামনা করে, তাদেরকে আমি দুনিয়াতেই তাদের আমলের প্রতিফল ভোগ করিয়ে দিবো এবং তাতে তাদের প্রতি কিছুমাত্র কমতি করা হবে না। এরাই হলো সেই লোক আখেরাতে যাদের জন্য আগুন ছাড়া কিছু নেই। তারা এখানে যা কিছু করেছে, সবই বরবাদ হয়েছে এবং যে আমল তারা করেছে, তাও নষ্ট হয়েছে।" (সূরা হূদঃ ১৫- ১৬)

* শেষ দিবসকে ভুলো না। তার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণের ব্যাপারে অবহেলা করো না। কারণ, তুমি মহান আল্লাহর কাছেই প্রত্যাবর্তন করবে। তাঁর কাছেই তুমি ফিরে যাবে, তাঁর সামনেই তুমি দাঁড়াবে। তিনি অবশ্যই তোমাকে জিজ্ঞাসা করবেন প্রত্যেক ছোট-বড় এবং মহান ও ক্ষুদ্র জিনিস সম্পর্কে। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

﴿ فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ (الحجر:٩٢-٩٣)

"অতএব তোমার পালনকর্তার কসম! আমি অবশ্যই ওদের সবাইকে জিজ্ঞাসা করবো। ওদের কাজকর্ম সম্পর্কে।" (সূরা হিজরঃ ৯২-৯৩)

ভাই সকল!

﴿ وَاتَّقُوا يَوْماً تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ ﴾ (البقرة:٢٨١)

"ঐ দিনকে ভয় করো, যেদিন তোমরা আল্লাহর কাছে প্রত্যাবর্তিত হবে। অতঃপর প্রত্যেকে তার কর্মের ফল পুরোপুরি পাবে এবং তাদের প্রতি কোনরূপ অবিচার করা হবে না।" (সূরা বাক্বারাঃ ২৮১) আখেরাতের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ ও তার জন্য পাথেয় সঞ্চয় করো।

﴿ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى ﴾ (البقرة: ١٩٧)

"আর তোমরা পাথেয় সাথে নিয়ে নাও। নিঃসন্দেহে সর্বোত্তম পাথেয় হচ্ছে আল্লাহর ভয়।" (সূরা বাক্বরাঃ ১৯৭)

পরিশিষ্টঃ

এখন আমরা কিতাবের শেষের অংশে যা অতীব তাড়াহুড়া ও দ্রুততার সাথে কয়েকটি মুহূর্তে সংকলিত হয়েছে এবং যাতে আক্বীদা ও তাওহীদের কিছু দিক আলোচিত হয়েছে। যত্ন নিয়েছি ভাষাকে সহজ করার, ভাব-ভঙ্গিমা সুন্দর করার এবং পরিবেশন আসান করার। তার মন আল্লাহ আনন্দে ভরে দিন, যাকে আল্লাহ এ

কিতাব দেখার, তা পড়ার, তাতে আলোচিত বিষয়ের প্রতি দাওয়াত দেওয়ার এবং তার মুদ্রণে সাহায্য করার সৌভাগ্য দান করেছেন।

তাতে সত্য ও সঠিক যা কিছু আলোচিত হয়েছে, তা সবই মহান আল্লাহর পক্ষ হতে। তিনিই সেদিকের পথ প্রদর্শনকারী এবং তিনিই তার উপর প্রতিষ্ঠিত থাকার তাওফীক্ব দানকারী। আর তাতে ভুল-চুক কিছু হয়ে থাকলে, তা আমার ও শয়তানের পক্ষ হতে। আল্লাহ তা থেকে পবিত্র এবং তাঁর রাসূল তা থেকে মুক্ত। আমি আমার প্রতিপালকের নিকট প্রত্যেক পাপ থেকে ক্ষমা প্রার্থনা করছি। সেই ব্যক্তির প্রতি আল্লাহ দয়া করুন, যে আমার দোষগুলো আমাকে হাদিয়া দেয়। আর যে আরো বেশী উপকারী জিনিস জানার আগ্রহ রাখে, তার কর্তব্য আলেমদের সেই কিতাবগুলোর প্রতি প্রত্যাবর্তন করা, যা এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে লিখা হয়েছে এবং যেগুলোর প্রয়োজন আমাদের পানাহার ও প্রাণের চেয়েও বেশী। প্রয়োজন হবেই না বা কেন, তার ফল তো হলো সেই জান্নাত, যার প্রশস্ততা হলো আসমান ও জমিনের বরাবর। তাতে আছে এমন চিরন্তন নিয়ামত ও অসংখ্য কল্যাণ যা চিন্তাই করা যায় না এবং কল্পনায় আয়ত্ত করা যায় না। আল্লাহর পক্ষ থেকে তা হবে অনুগ্রহ ও দয়া। এর বিপরীতে থাকবে চিরস্থায়ী দুর্ভাগ্য এবং প্রজ্বলিত আগুনের চিরন্তন আজাব। যে আগুনে নিতান্ত হতভাগা ব্যক্তিই প্রবেশ করবে। আর তা হবে আল্লাহর ন্যায় বিচার ও তাঁর কৌশলের ভিত্তিতে।

আল্লাহর কাছে তাঁর সন্তুষ্টি ও তাঁর জান্নাত কামনা করছি এবং তাঁর জাহান্নাম ও তাঁর ক্রোধ থেকে তাঁরই নিকট আশ্রয় প্রার্থনা

করছি। আগে ও পরে এবং প্রকাশ্যে ও অপ্রকাশ্যে সর্বাবস্থায় সমস্ত প্রশংসার অধিকারী তিনিই।

وصلى الله على النبي، وعلى آله وصحبه، وسلم تسليما كثيرا